পল্লী বধূ

জসীম উদ্দীন

... 1962: Henry Miller and Jasim Uddin

পল্লীবধূ

(রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত প্লট অবলম্বনে)

জসীম উদ্দীন

পলাশ প্রকাশনী

PALLIBADHU
BY
Jasim-uddin

পল্লীবধূ

কবি জসীম উদ্‌দীন

প্রকাশক : খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন
১০, কবি জসীমউদ্‌দীন সড়ক,
ঢাকা–১২১৭
ফোন : ০১৭১১-৯৪৬০২৬

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট : ১৯৫৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর : ১৯৫৪
তৃতীয় মুদ্রণ : মে : ১৯৬৭
চতুর্থ মুদ্রণ : অক্টোবর : ১৯৬৯
পঞ্চম মুদ্রণ : জুন : ১৯৯৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল : ২০১৩

প্রচ্ছদপট : জয়নুল আবেদীন

ঘরে বসেই পলাশ প্রকাশনীর সব বই কিনতে

www.rokomari.com

মোবাইল : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১-৫

মূল্য : ১৩০ টাকা মাত্র

পলাশ প্রকাশনীর যেকোন বই প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিত
পুনর্মুদ্রণ, চলচ্চিত্রায়ণ বা রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
খুরশীদ আনোয়ার জসমউদ্‌দীন
চেয়ারম্যান, পলাশ প্রকাশনী

ISBN 984-460-004-9

5 0 0

আমার সকল সাফল্যে যে সবচাইতে
গৌরবান্বিত,
সকল দুঃখে যে সবচাইতে নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়
সেই সোদরপ্রতিম
সাদেকুর রহমানের
করকমলে

সূচীপত্র

পল্লী-বধূ

পৃষ্ঠা

কুশীলবগণ

পুরুষ :

ছদন—গ্রাম্য মোড়ল।
আজীম—ঐ পুত্র। এম. এ. পাশ।
আজহার—ঐ পুত্র।
আলীম—গ্রাম্য মোড়ল।
বছির—মোসাহেব।
তমিজ—প্রতিবেশী।
বচন—গ্রামের মোল্লা।
গৈজদ্দী ভূঞা—হাজী সাহেব।
নিজাম—লাঠিয়াল।
সেন মশায়, লাঠিয়ালগণ
বর পক্ষের ও কনে পক্ষের ঘটক।

স্ত্রী :

রহিমা—ছদন মোড়লের স্ত্রী।
হাসিনা—আলীম মোড়লের কন্যা।
মা—আলীম মোড়লের স্ত্রী।
বড়ু—ছদন মোড়লের কন্যা।
ছটু— ঐ কন্যা।
ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল।

বদল বাঁশী

পৃষ্ঠা ৫১

কুশীলবগণ

পুরুষ :

বছির—গ্রাম্য যুবক।
ছদন—ঐ বন্ধু।

স্ত্রী :

চাচী—বড়ুর মা।
বড়ু—ঐ কন্যা।
সকিনা—বড়ুর সই।
দুইটি মেয়ে।

করিম খাঁর বাড়ি
সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ৭০

কুশীলবগণ

পুরুষ :

মাতবর
মৌলভী

স্ত্রী :

মেয়ে—করিম খাঁর মেয়ে।

পল্লীবধূ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ছদন মাতবরের বৈঠকখানা]

[ঘরের বেড়ার সঙ্গে হুঁকো টাঙ্গান। তার পাশে আগুনের পাতিল। বেড়ার আর এক ধারে তিন–চারখানা কাস্তে আটকান। চার–পাঁচটি মাথাল ঝুলান। ঘরের মধ্যে কয়েকটি চাঁছা বাখারী। ছদন মাতবর বসিয়া তামাক টানিতেছে। তাহার মুখে ঘন চাপ দাড়ী।অর্ধেক পাকা অর্ধেক কাঁচা। বয়স ৪০/৪২ হইবে। বছিরের প্রবেশ।২৫/২৬ বৎসর বয়স। ঘাড়ের দিকে খাটো করিয়া চুল ছাঁটা।পরনে রঙিন লুঙ্গী]

বছির : আমারে বুলাইছেন মাতবর সাব ?

ছদন : হ, বড়ই মুস্কিলি পড়ছি। তাই তোমারে ডাইক্যা পাঠাইছি।

বছির : তা কি জন্যি ডাকছেন মাতবর সাব ?

ছদন : বইস, তামুক খাও আগে। [হুঁকোটি বছিরের দিকে আগাইয়া দিল। বছির অন্য দিকে ঘুরিয়া বেশ লজ্জা দেখাইয়া মোড়লের চাইতেও জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল।] জান ত ? আমার আজিম বাড়ি ফিরা আসত্যাছে।

বছির : [হুঁকো প্িছনে রাখিয়া মোড়লের দিকে ফিরিয়া।] তা ত হুনছি মোড়ল সাব। তা আমারে কি জন্যি ডাইক্যাছেন ?

ছদন : সেই কতাই তো তোমারে কইত্যাছি। [বছির অন্য দিকে চাহিয়া তামাক টানিতে প্রবৃত্ত হইল।] আইজ ষোল বছর আমার ছাওয়াল কলকাত্তায় আছে। সেই হ্যানে থাইকা সে কইলকাত্তায়াই হয়া গ্যাছে। সে এহন দ্যাসে আসপি, তারে খাতির মাতির কেমুন কইর্যা করি ?

বছির : সে ত একটা খুবই বাবনার কতা মোড়ল সাব !

ছদন : বাবনার কতাই ত। কিন্তু তুমি তো অনেক দ্যাশ দেখছাও। সায়েবগো প্যায়দাগিরিও করছাও। তুমি আমারে কিছু বাতাইবার পার নি ?

বছির : পারলি আমিই পারুম মোড়ল সাব ! এই গিরামের মদ্দি ফ্যাসং বলেন আর যাই বলেন, আমার মতন কেওই জানে না।

ছদন : কি কইলিরে বছরা ? আমার মুহির ছামনে অত বড় কতাডা কয়া ফালাইলি। ফ্যাসং — ফ্যাসং-এর জানিস কিরে তুই ? সাত গিরামের যত ঝগড়া ফ্যাসং কে মিটায়া দেয় ? বউকান্দায় কাইজা লাগছে, ও পাড়ার কমিরদ্দি মাতবর সাত দিন বয়াবয়াও মিটাইতি পারল না। এই আমি যাব তয় সেহানকার ফ্যাসং মিটপি। তুই আমার মুহির ছামনে এত বড় কতা কস ? আমি ফ্যাসং জানি না ? মুল্লাহাটায় ফ্যাসং লাগছে। তারা সাত দিন ধইর্যা আমার পায়ের উপর পইড়া আছে। আমি না গেলি তাগো ফ্যাসং মিটপি না। তুই কাইলকার ছ্যামড়া ! তুই আমার মুহির উপর এত বড় কতা কস ? যাতো যা

না ক্যান ফ্যাসং মিটায়া আয়, দেহি কত বড় বাপের বেটা তুই !

বছির : আরে মোড়ল সাব ! আমি সে কতা কই নাই। আমি জগড়া ফ্যাসং–এর কতা কই নাই।

ছদন : কি ! কইলি না ? এই কানে কি মিথ্যা শুনলাম নাকি ? তুই আমারে মিথ্যুক ঠাওরাইলি ? থাকত যদি আমার ছ্যামড়ারা আইজ বাড়ি, তোর গর্দানডা মাথারত্যা কোপ দ্যা খসায়া ফালাইত।

বছির : মোড়লসাব! রাগ করবেন না। আগে হোনেন, আমার কতা।

ছদন : হুনব আর কি ? হুনার বাকী রাখছ্যাস কি তুই ?

বছির : আমি কইলাম যে, ফ্যাসং মানে এই আইজকাইলকার শহুইর‍্যা হাবভাব। তা সে সবও ত আপনি জানেন বাল মত।

ছদন : এই কথা কইছিলি তুই ? এই শহুর‍্যা লোকেরা যেভাবে পোষাক-আশাক পরে, যে ভাবে খাওয়া–দাওয়া করে, হে হগল ত তুই–ই সব চায়া বাল জানস। এ কতা আর কি কইতি ? বছির ! আয় আমার কানের কাছে আয়।

বছির : কন মোড়ল সাব !

ছদন : আমার ছাওয়াল কলকাত্তা গুনা আইত্যাছে। তারে কেমুন ভাবে বসুন দিতি লাগবি, কেমুন ভাবে খাওন দিতি লাগবি, হেই কতা তুই আমারে বাতায়া দে।

বছির : মোড়লসাব ! কোন চিন্তা করবেন না। আমি সব ঠিক কইরা দিবানি।

ছদন : কি কি করতি অবি আমারে কিছু ক ?

বছির : আপনার ছাওয়াল ত একটা মস্ত বড় বিদ্যান হয়া আসত্যাছে। তারে ত আর মাটিতে বসপার দিব্যার পারবেন না। পিড়হানও টানদ্যা দিবার পারবেন না।

ছদন : তয় কিসির উপর বসপার দিমু ?

বছির : তানার জন্যি চিহার লাগব।

ছদন : বছির ! বড় যে দায় ঠেকলাম। চিহার কোন্ জায়গায় পাব ?

বছির : শুধু চিহার নয় মোড়ল সাব। চিহারের সামনে টেবিল একটা চাই!

ছদন : বছির ! তুই আমারে আরও দায়ে ফ্যালাইলি। এসব আমি কোথায় পাই ? টাহা দ্যা যে কিন্যা আনুম তাও ত শওর এহান থইনে তিন দিনের পথ। কাইলই ত ছাওয়াল আসপি ! কি করি এহন কত দেহি ?

বছির : চিন্তা করবেন না মোড়ল সাব ! আমি সব ঠিক কইরা দিত্যাছি। বাঁশ দিয়া হাতাওয়ালা তিন চাইর খানা মাইচ্যা বানায়া দ্যান। সেইগুলি ঐব চিহার। আর যেমুন কদু–সীমের জাঙলা তৈয়ার করেন না ? ওই রকমের ছোট দেইখ্যা একটা জাঙলা বানায়া দ্যান। তার ওপর কাঁথা বিছায়া দিলিই সেডা টেবিল হয়া যাবি।

ছদন : এই কতা ? তা আমি এহনই বানায়া দিবানি। আর কি কি লাগবি?

বছির : আর একটা জিনিস লাগবি মোড়ল সাব !

ছদন : কি, কত বছির ?

বছির : সহরের লোকেরা সক্কাল বেলা চা খায়। এই চা কিছু আনন লাগবি।

ছদন : চা কোথায় পাব ? আবার আর এক ঠেকায় পড়লামরে বছির!

বছির : সেই ত কতা ! শওর গুনা আনলিও ত চলবি না। তা আমার কাছে সামান্য কিছু চা আছে। তার যে দাম !

ছদন : দামের কতায় কি আছ ? কত দাম ক তো দেহি ?

বছির : এক তুলা চা'র দাম এই আমি ত কিনছিলাম চল্লিশ টেহা দিয়া। তয় আপনার পুলা দ্যাশে আসত্যাছে। হেডা তো আমারও খোশ খোশালীর কতা। আপনি তিরিশ টেহা দেন গিয়া।

ছদন : আহা বছির ! বাইচা থাক বাবা ! তোরা হগুলিই আমার পুলাডারে বাল বাসোস। তা না হ'লি এতগুলা টেহা ছাইড়া দিলি ?

বছির : কি যে কন মোড়ল সাব ? এডা ত আমাগো আসল কাম। তয় আর একটা কতা মোড়ল সাব ! চা তৈয়ার করতি আর একটা জিনিস লাগবি।

ছদন : সেডা আবার কি ?

বছির : কাতলি লাগবি।

ছদন : কাতলি কারে কয়রে বছির ? হায় ! হায় ! আবার এক মুস্কিলি পড়লাম। কাতলি কেমুন ?

বছির : কাতলি আমি কেমুন কইরা বুজাব ? কাতলি, এই বদনার মতন মোড়ল সাব ! তারির মধ্যে চা'র পানি গরম করতি অয়।

ছদন : তা ঠেকা ঠেক বদনার মধ্যি পানি গরম করলি ঐব কিনা ?

বছির : তাও ঐতে পারে মোড়ল সাব!

ছদন : তুই আমারে বাঁচাইলি বছির।

বছির : আর একটা জিনিস লাগবি মোড়ল সাব !

ছদন : য়্যা ! আবার কি জিনিস লাগবিরে বছির ? সেড়া আবার কোন্ জায়গায় পাব ? বড়ই বাবনার কতা কইলি বছির ?

বছির : কুনু চিন্তা করবেন না মোড়ল সাব ! আমি যখন আছি সব বন্দোবস্ত করুম। এই চা'র সঙ্গে খাইতে দিবেন কি ?

ছদন : কেন ? হুড়ুম দিব, চিড়্যা দিব। আমাগো বাড়িওয়ালী কত রকমের পিডা বানাইত্যাছে, হেগুলোও দিব।

বছির : কিন্তুক ওসব ত তার বাল লাগবি না মোড়ল সাব ! চা'র সঙ্গে বিস্কুটি আনতি লাগবি।

ছদন : বিস্কুটির জন্যি আমার বাবনা নাই। কদমতলার আটে গুণা একদামা

বিস্কুটি কিনা আনব। আইচ্ছা বছির ! একটা কতা হুনবার চাই। তুই কলকাত্তা দেখছাস ?

বছির : আমি কলকাত্তা দেহি নাই। আমার শুমুন্দি কলকাত্তা গেছিল। তার কাছে কলকাত্তার গল্প হুনছি।

ছদন : আচ্ছা কলকাত্তাডা কেমুনরে বছির ?

বছির : মোড়ল সাব, হুনছি কলকাত্তা কলের শহর। কলের উপর মানুষ চলে। কলে কথা কয়। আর কলের পানি খায়।

ছদন : আমার আজীম হেই কলের দ্যাশ থইনে আসত্যাছে। এহানে অত কল কুতায় পাব ?

বছির : সেইডাই ত বাবনার কতা, মোড়ল সাব! হুনছি কলকাত্তার লোকের প্যাট ভরা এত বিদ্যা যে তারা কিছু খাইতি পারে না। কলকাত্তায় পশ্চিম কোণে আছে গড়ের মাঠ। সেহানে বাতাস গড়গড়ায়া চলে।

ছদন : কস কি বছির, বাতাস গড়গড়ায়া চলে ?

বছির : হ মোড়ল সাব, বাতাস গড়গড়ায়া চলে। হেই জন্যিই তো উডার নাম ঐছে গড়ের মাঠ। আর সক্কাল ঐলে যত ভদ্দর লোক সেই বাতাস খাইবার জন্যি সেই হানে আসে। তারা গড়ের মাঠের বাতাস খায় আর বাড়ি যায়া এক পিয়ালা চা খায়। বাতটাত এই খাইল কি না খাইল। কিন্তু গড়ের মাঠের বাতাস আর চা'র পানি তাগো না ঐলিই চলে না।

ছদন : বড় তাজ্জবের কতারে বছির। চল বাড়ির মদ্দি যাই। সগল বন্দোবস্ত কইরা ফেলি।

[উভয়ের প্রস্থান]

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[মোড়লের অন্তঃপুর]

হাসিনা : কি করতাছও চাচী ?

রহিমা : কি লো ? হাসিনা আইলি নাকি ? বয়, বয়, পিড়্যাহান টানদ্যা বয়।

হাসিনা : চাচী ! তোমাগো বাড়ি এত সরগরম কিসির ? বাড়িগর সব ঝাড়া পুছা করত্যাছাও ?

রহিমা : আলো আবাগীর বেটী ! তুই জানস না ? তোর আজীমবাই যে বাড়ি আসপি কাইল। সাত আটটা পাশ কইর‍্যা বাড়ি আইত্যাছে। হে তো যেমুন তেমুন পড়া না। মাসে পাঁচ–কুড়ি কইর‍্যা ট্যাকা। আইজ ষোল বছর ধইর‍্যা সমানে পাঠাইছি—এই য়্যাত ট্যাহার বিদ্যা লয়া আসত্যাছে।

হাসিনা : তাই বুঝি বাড়িগর পয়পরিষ্কার কইরা রাখত্যাছ ? বিদ্যার বুজাডা ত যেহানে সেহানে নামাইতি পারবি না !

রহিমা : শোন ম্যায়ার কতা ? বাড়িগর কি হেই জন্যি পরিষ্কার করত্যাছি?

হাসিনা : তয় কি জন্যি পরিষ্কার করত্যাছাও চাচী ?

রহিমা : হোন তবে কই। আমার আজীম ত বিদ্যার জাহাজ হয়া আসত্যাছে। আইজ বিদ্যার চোটে তার চিহারা কি আগের মতন আছে ? হে ত নতুন মানুষ অয়া আইত্যাছে। তাই আমাগো উনি কইলেন, কি জানি আমাগো বাড়ির এসব জিনিস যদি তার পছন্দ না অয়, তাই সবকিছু ঝাইড়্যা পুইছ্যা নতুন কইর‍্যা সাজাইত্যাছি। ধর লো হাসিনা। আমার নক্সী কাঁথাখানা বাল কইর‍্যা মেলন কইর‍্যা ধর। কত দিন ধইর‍্যা সেলাই করছি, আমার আজীমির জন্যি।

হাসিনা : আচ্ছা চাচী ? আজীমবাই কত বড় বিদ্যাডা নিয়া আসত্যাছে আমি কিন্তুক ঠাওর করবার পারি না।

রহিমা : সে কি আর আমিও পারি লো ? ঐ যে খ্যাড়ের পালাডা দেখছাস না ? আমার আজীমের বিদ্যা উহার চায়াও উচা।

হাসিনা : আচ্ছা চাচী ! আজীমবাই যদি বিদ্যার চোটে আমাগো চিনবারই না পারে ? তার কতা কি আমরা বুজবার পারব।

রহিমা : আমারও তো হেই ভাবনা। এত লেহাপড়া দিয়া হে যে কতা কইবো তা যদি বুঝবার না পারি তহন কি অবি ?

হাসিনা : আচ্ছা চাচী ! আমি ত আমাগো মোক্তবের সব পড়া শ্যাষ কইর‍্যা ফালাইছি। মাইজাবাই আমারে আরও অনেক বই কিনা আইন্যা পড়াইছে। আচ্ছা চাচী ! আমি আজীম বাইর কতা বুঝতি পারব না ?

রহিমা : তুই ক্যান বুজতি পারবি না মা ? আমি যদি বুজতি না পারি তোর কাছ থইনে বুইজ্যা লব। সেই জন্যিই ত তোরে ঘরের নক্কী কইরা ঘরে আনবার চাই।

হাসিনা : আচ্ছা চাচী ! তুমি তো সেওই পিঠ্যা কাটতাছাও। আমি একটু চেষ্টা কইর‍্যা দেহি ইহার চায়া চেহন সেওই করবার পারি কিনা ?

রহিমা : তা আয়লো মা আয়। আমাগো তো সাত কাল যায়া এক কাল পড়ছে। হেই চোখ আছে না হেই যোক্তা আছে ? তুই আয় লো আয়। আর যে বলে কি, পাহান পিঠ্যার উপর নক্সা কাটা, তারও কয়ডা বানায়া দে !

হাসিনা : আমি ত তেমুন জানি ন্যা চাচী ! তয় চেষ্টা কইর‍্যা দেখপার পারি।

রহিমা : যাক, তোরে পায়া আমার সাহসডা বাড়ল। আলো সাজু কই গেলিলো ? বড়ুই বা কই গেলি ? এই দিক আয়, হাসিনা আইছে। তোরা সগলে মিল্যা পিডা বানা আর গীদ গা। আমি দেখি এদিক আখার জ্বালডা দিয়া আসি।

[প্রস্থান]

[বড়ু ও ছুটুর প্রবেশ]

বড়ু : হাসিনা বুবু আইছ ? আমাগো ত ডাক দাও নাই ? আয় লো ছুটু ! হেই গীদ্ ডা গা।

(গীত)

দুপুর বেলা আইলরে দামান রৌদ্রেতে ঘামিয়া,
বাতাস না করে কন্যা আবের পাঙ্কা দিয়া নারে !

বড়ু : বলি ও হাসিনা বুবু ! তুমার আবের পাঙ্খা কই ?

হাসিনা : দেখ, তোরা যদি আমারে অমন কইর‍্যা লাগাবি তবে আমি কিন্তুক বাড়ি চইল্যা যাবানি।

ছুটু : অ্যালো না বুবু ! রাগ করে না !

(গীত)

দুয়ারে আসিয়া দামান দিল দরশন,
লাজে না হইল কন্যা সিন্দুর বরণ নারে।

(বড়ু ছুটু দুই বোন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। হাসিনা তাদের চিমটি কাটিতে লাগিল)।

ছুটু : অ্যালো হাসিনা বুবু ! এহনই লজ্জায় মইরা গেলা ? কাইলক্যা আজীমবাই বাড়ি আসলি তখন ত তোমারে পাওয়াই যাবি না।

হাসিনা : দেখ্, আবার যদি আমারে লাগাইবার আসপি তয় এইভাবে চিমটি কাটপ। [সকলের চিমটাচিমটি, বড়ু ও ছুটুর দুই–এক কলি গান গাওয়া। এইভাবে পট পরিবর্তন]

তৃতীয় দৃশ্য

[ছদন মাতবরের বহির্বাটি। সম্মুখ দিয়া গঞ্জের পথ গিয়াছে। ছদন মাতবর বৈঠকখানায় বসিয়া আছে। বাঁশের চাটাই দিয়া চেয়ারের অনুকরণে হাতাওয়ালা বসিবার আসন তৈরি করা হইয়াছে। সামনে উঁচু বাঁশের মাচা (টেবিলের অনুকরণে), তার উপরে নক্সী কাঁথা বিছান। তিন–চারটি কাঁসার বাটি ও একটি বদনা।]

ছদন : (বৈঠকখানা হইতে) ও যায় কিডা ও ? স্যান মশায় নাকি ?

সেন মহাশয় : হ, তা কি মনে কইর‍্যা মাতবর ?

ছদন : আপনি ত ইস্টিমার গাট হয়া আইলেন ? আমার পুলা আজীমের আইজ্ আসনের কতা আছে। তারে দেখছেন ?

সেন মহাশয় : আমি ত ইস্টিমার গাট হয়া আসি নাই মোড়ল ভাই! তারে আমি দেহি নাই।

[সেন মহাশয়ের প্রস্থান]

ছদন : কও ত দেহি, আসে না ক্যান ? পথের দিগে চায়া চায়া ত আর বাল ঠেকে না। ছ্যামড়াগরে কইলাম যে চল ইস্টিমার গাটে যাই। তা তারা কেউ হুনলো না। যদি যাইতাম তয় ত নিজির চক্কি দেইখ্যা আসতাম। কও ত, এহন আমি কি করি ? মনডা ত মানান যায় না। ও কিডা, তমিজদ্দী নাকি ?

[তমিজদ্দীনের প্রবেশ]

তমিজ : হ মোড়লসাব, ইস্টিমার গাট ত্যা আইলাম।

ছদন : ইস্টিমার গাট ত্যা আইলা ? তা আমার আজীমরে দেখছাও নি ?

তমিজ : আপনার ছাওয়ালরে ত আমি চিনি না। তবে তেড়ী বেড়ী কতা কয়, এমন একজনরে দেখলাম সায়েবী পোশাক পরা। এই গ্রামে আসপ এই কতা কইল।

ছদন : তবে হেই আমার ছাওয়াল। তেড়ী বেড়ী কতা কয় ? তা কইব না ? বিদ্যার চোটে কয় ! জান না তমিজ বাই ! সদর থানার দারোগার কতা। কতা কয় না যেন চিলিৎকার মারে।

তমিজ : বিদ্যান অইলে কথাবার্তা ঐ রকমই অয়। সেবার আইল না সেটেলমেন্টের বড় সাব, কতা কয় যেমুন চৈত্তির মাসের লাঙ্গলের ভামর। চড় চড় কইরা মাটি ফাইট্যা যায়।

ছদন : আমার পুলা আগে দ্যাশে আসুক। দেখায়া দিমু তমিজবাই বিদ্যান কারে কয়। ওই দারোগার অত তেড়ী বেড়ী কিসির ? আমার ছাওয়াল উনার চায়াও তেড়ী বেড়ী কইরা ফিরবি গিরাম বইর‍্যা।

[আজাহারের প্রবেশ]

আজাহার : ও বাজান ! আজীমবাই আসত্যাছে। ওই যে জুতা পায় দ্যা মচ্ মচ্ কইর‍্যা আসত্যাছে। আসত্যাছেরে আসত্যাছে।

[শব্দে বাড়ির সকল লোক আসিয়া জুটিল। রহিমা দরজার ফাঁক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ছুটু বড়ু তার আঁচল ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।]

ছদন : আসত্যাছে, আসত্যাছে। তয় ডাক দে—ডাক দে, বছির মিঞারে ডাক দে, করিম চাচারে ডাক দে, খঞ্জরী নিয়া আয়, একতারা নিয়া আয়। আমার আজীম আসত্যাছে।

[ছোট ছেলেরা জোরে জোরে ডাকিতে লাগিল। একে একে গাঁয়ের বহু লোক আসিয়া জুটিল। কেউ একতারা লইয়া আসিল। কেউ খঞ্জরী লইয়া আসিল। মেয়েরা সরিয়া এক পাশে গেল।]

[সকলের গান]

গাঁয়ের ছেলে আয়রে ফিরে গাঁয়ে,
তোরে মোরা করব বাতাস গামছা–ঘোরা বায়ে।
তোরে হালের উপর বসায়া নিয়া,
ফিরবো খেতে লাঙল দিয়া ;
শষ্য ক্ষেতের আঁচল দিয়া মুছব যে ঘাম গায়ে।

[গানের মধ্যখানে আজীমের প্রবেশ। তাহার সাহেবী পোশাক। হাতে একটি সুটকেশ।]

তুই আমাদের বুকির মানিক,
আয় না বুকে জড়াই খানিক;
জোছনা ফিনিক ঝরুক খানিক চান্দ মুখের ছায়ে।

আজীম : এসব কি আরম্ভ করলে তোমরা ? লোকের সামনে এই ভাবে আমাকে অপমান করার কি দরকার ছিল ? শীগ্‌গির থামাও গান।

ছদন : আরে আগেই ত কইছিলাম এসব গানের প্যানর প্যানর আমার বাবাজীর পছন্দ ঐব না। তা ছ্যামড়ারা হুনলি না। বাজনাটাজনা শীগ্‌গির থামা তোরা। বাবাজীর কানের ভিতর দিয়া বেঁতের কাঁটার মত বিঁধছে তোগো গানের সুর। বালা কইর‍্যা গাইবার পারবি না, তা ত আগেই জানতাম। বইস, বইস তুমি বাবাজী ! ওরে বছির গেলি কই, কইলকাত্তা দুরুস্ত যে হগল জিনিস করছাস, তাই নিয়া আয়। চা নিয়া আয়।

[কুলার উপর বদনা-ভরা চা লইয়া বছিরের প্রবেশ। সঙ্গে আজাহের ধামায় করিয়া বিস্কুট লইয়া আসিল। সেসব টেবিলের উপর রাখিয়া আজাহের কাঁসার গেলাসে চা ঢালিয়া দিতে লাগিল।]

আজীম : [কৃত্রিম টেবিল-চিয়ার দেখিয়া] ওসব করছ কি তোমরা বাজান?

ছদন : তুই এম.এ বি.এ পাশ কইরা বাড়ি আসলি। আমরা কি জানি কিভাবে তোরে আদর করণ লাগবি ? কোথায় চিহার পাব কোথায় টেবিল পাব ? কোন্ জায়গায় তোরে বসতি দিব ? আমাগো যা যোগ্যিতা তাই আমরা করছি। এহন তুই নিজির মনের মতন কইর‍্যা সব বানায়া ল।

আজীম : কিন্তু এতে যে তোমরা আমাকে আরও অপমান করলে ?

ছদন : বলি তোর অপমানডা ঐল কোন্ খানে ?

আজীম : এরে বলে চেয়ার আর এরে বলে টেবিল ? আর এই চা তোমরা আমার জন্যে এনেছ ? কাঁসার গেলাসে চা খায় কেউ ?

ছদন : একটু ধৈরজ ধর বাবা !

আজীম : Hold your tongue, old man ! এই সব এনে লোকের সামনে আমাকে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়লে। নিয়ে যাও তোমাদের চা-বিস্কুট। Dam Fool কোথাকার ! লাথি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দেই তোমাদের এই সব চেয়ার-টেবিল।

[তথা করণ]

ছদন : বাবাজী ? একটু শান্ত হও। ওরে তোরা বাবাজীরে একটু বাতাস কর না ছ্যামড়ারা ? যা রদ্দুর থাইক্যা বাবাজী আইছে। [সকলের গামছা দিয়া বাতাস করণ]

আজীম : দেখছি তোমরা আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না। কোন দরকার নাই বাতাস করার।

ছদন : তবে ক তুই, আমাদের কি করণ লাগবি ? আইজ ষোল বছর তুই দ্যাশ ছাড়া। আইজ তোরে আদর করার জন্যি যে আমাগো বুকির মদ্দি ঢেউ উঠছে। কি বাবে তোরে আদর করুম তাই আমাগো ক তুই ?

আজীম : তোমাদের কিছু করতে হবে না। কি যে কাণ্ড তাই ভাবছি ! এই সব bad society নিয়ে কি করে আমি সময় কাটাব তাই ভাবছি।

ছদন : সগল কতা পরে অবি। তুই একবার বাড়ীর মদ্দি যা ! তোর মার সঙ্গে দেখা কইর‍্যা আয়।

[আজীমের প্রস্থান]

ছদন : দ্যাখলা ! দ্যাখলা ত বছির ! কেমুন ত্যাজ অয়া আইছে। ইংরাজী সিংরাজী কত কি পইড়্যা আইছে তা ত্যাজ অবি ন্যা ?

বছির : তা যা বল মোড়ল বাই। আমি ত ভাবছিলাম এম.এ বি.এ পাশ করা মানসির কতা বুজবার পারবো না। তা দেখলাম সগল কতাই বুজা যায়।

ছদন : তবে হুনলা বছির বাই। আমার ছাওয়াল ইংরাজী যেটুকু কইল সেটুক বুজতি পার নাই। থাকতো যদি আমাগো ভাটপাড়ার সেন মশায়, তানি একটুখানি বুজতেন।

বছির : তা যা কইলা বাই ! তোমার ছাওয়ালের বিদ্যার কেমুন চোট ঐছে, কতা কয় না তো যিনি আগুন ছোঁড়ে।

ছদন : আরে ওই ইংরেজি বলনের ধরনই ওই। দেখলা না হে'বার সেটেলমেন্টের কানলগু আইছিল। হালার মুহি কে যিনি চুতরার পাতা গইস্যা দিছে।

বছির : আমার কিন্তুক বুকটা ফুইল্যা উঠত্যাছে। ওই রকম চোটওয়ালা একজন বিদ্যান মানুষ ত আইল আমাগো মদ্দি। আমাগোই আওলাদ বনিয়াদ।

ছদন : তোমরা দোওয়া কইর বছির বাই। আর এক কতা হোন।

বছির : কি মোড়ল বাই ?

ছদন : আমার কানের কাছে আইসো। দ্যাহ, আটে যাও গরু কিনতি। কোন্ গরুর দাম বেশী কও ত বছির বাই।

বছির : যেডার চোট আছে।

ছদন : আমার পুলাডার চোট দ্যাখলা ত বছির ! দুই আজার কইর‍্যা ট্যাহার বিদ্যা প্যাটে সিন্ধাইছে। বিদ্যার চোটে বাবাজীর কতায় যেন আগুন ছোটে। এমনি চোট যদি না থাকত, তবে পুলারে বাড়িতেই ঢুকপার দিতাম না।

বছির : তা যা কইছ মোড়ল বাই ! আল্লার কাছে দোওয়া করি এই চোট যেন কমে না।

ছদন : তোমাগো মেহেরবানী বাই।

চতুর্থ দৃশ্য

[ছদন মাতবরের বৈঠকখানা]

ছদন : যারে যা ছ্যামড়ারা ! তোরা কামে যা।

আজাহার : য়্যা বাজান ! আইজ কিডা কোন্ কামে যাবো ?

ছদন : তুই আর দবিরদ্দী, তোরা বারইডাঙ্গার চকে যা। সেহানকার সাক্করখানা দান বুঝি পাক ধইর‍্যাছে। দুই বাই যতডা পারিস কাইট্যা নিয়া আসপি। আমার আজীম বাড়ি আইছে। ঐ দানের বাত উহার বাল লাগবি।

বদন : আচ্ছা বাজান ! যাই। দবিরদ্দী, তুই আটেক। আমি কোচে কইর‍্যা চারডা চিড়া উড়ুম নয়া আসিগ্যা।

ছদন : নারে আজাহের না ! তুই বাড়িতি থাক। পুকুরি ত্যা মাছ ধরতি অবি আইজ।

আজাহার : য়্যা বাজান !

ছদন : ও !

আজাহার : কাইল আমি গেছিলাম ওই বারইডাঙ্গার বুরে দেকপার জন্যি। আসপার সময় দেহি কি—

ছদন : কি দেখলিরে বাজান ?

আজাহার : দেখলাম কি সেই বারইডাঙ্গার খ্যাতে দানের গায় দান—তার উপরে দান। একেবারে কাঁচা-সুনার মতন দান ওইছে। কাউয়ায়ও তার মধ্যে ঠোকদ্যা পানি উঠাইতি পারে না।

ছদন : ওরে আমার বাজানরে ! এমন দান অইছে ? হেই জন্যি ত ওই খ্যাতের দান আগে কাটপার কইলাম। আর এত দান আমি রাখুমই বা কোথায় ? ঘরের বেড়ীতি দান আটে না। আবার খ্যাতেই দানও আয়া পড়ল। কতক দান এবার বেইচ্যা ফেলাব।

আজহার : ও বাজান !

ছদন : ওঃ !

আজাহার : আমি ওই মল্লিককান্দির জঙ্গল ত্যা মিঞাবাইর জন্যি ডেহি শাগ তুইল্যা আনি গ্যা ?

ছদন : বাড়ি সুদ্ধা সগ্‌গলডি খেইপ্যা উঠছে আমার আজীমির জন্যি। যাঁ শিগ্‌গির শিগ্‌গির আসপি।

আজাহার : য়্যা বাজান !

ছদন : ওঃ !

আজাহার : আমাগো শ্যামলা গাইর বাছুরডা ত আমারে দিছাও না ? উডা আমি মিঞাবাইরে দিয়া দিমু। আমিই গাসপানি খাওয়াইব। কিন্তু ওডা মিঞাবাইর থাকপ।

[আলিমদ্দীন মোড়লের প্রবেশ]

ছদন : আরে তোর আলিম চাচা আইছেরে। ও আজাহের ! শিগ্‌গির বাড়ির মদ্দি ত্যা সতরঞ্চি নিয়া আয়। আইস—আইস আলিম বাই।

[আজাহারের প্রস্থান]

আলিম : আরে অত ব্যস্ত হওনের দরকার নাই।তা বাবাজী বুজি কাইল আইছে ?

[আজাহার সতরঞ্চি আনিয়া পাতিয়া দিল]

ছদন : তা বইস বাই ! বইস ! আগে বইস তারপরে কতা [আলিম বসিল] হ বাই, কাইল দুইপরে আমার আজীম বাড়ি আইছে। আমি বাবছিলাম বিদ্যা ঐলি বুঝি মানসির শরীলডা বাল অয়। কিন্তুক তা মোটেই নয়। এত বিদ্যা বইতে বইতে সোনার চান আমার একেবারে কাবু অয়া গ্যাছে। আর জান বাই ! সে ত যেমুন তেমুন বিদ্যা নয়, একেবারে এম.এ, বি.এ পাশ।

আলিম : বিদ্যা ঐলি মানুষ কাবু অয়াই যায়। বিদ্যান লোকের খোরাক দেখছ নি ? তিন ছটাক না হয় চাইর ছটাক চাইল। তার বেশী খাবার পারে না। আমরা দেড় সেরের কম বাত খাই ন্যা। হেই যে সেবার আমিন বাবু আইল না ? যা খাইল যেন কুকড়ার আধার। শরীল যেন বাঁশের কঞ্চি।

ছদন : তা অবি ন্যা ? ওরা যে বিদ্যা খায়। বড় বড় কিতাব না সামনে রাইখ্যা খচ্ খচায়া খায়।

আলিম : আর ওরা যে হাওয়া খায় তা জাননি ?

ছদন : তাও হুনছি বাই ! বছিরের কাছে। ওরা হাওয়া খায়। হেই জন্যিই ত আইজ সকাল বেলা বাইরায়া গ্যাছে গাঙের ধারে হাওয়া খাবার জন্যি। তা যাক খায়া আসুক হাওয়া। আমাগো বাত–পানি ত ওর বাল লাগে না।

আলিম : তা শোন বাই ! এবার তবে বিয়ার পাকা বন্দোবস্ত কইর‍্যা ফ্যালাও। সেয়ান ম্যায়া আর ত বেশী দিন গরে রাখা যায় না।

ছদন : সে কি আর বাই কইতি ? এই দুই–চাইর দিন গেলিই সমস্ত ঠিক কইরা ফালাব।

আলিম : কিন্তুক একটা কতা বাই। বিয়ার দেওন–নেওন-এর সব কতা বলাবলি কবে করবা ?

ছদন : সে বাই তোমার সঙ্গে আর কি কতা কওয়া–কওয়ি করব ? মনে নাই বাই—সেই যে ছোটকালে দুই বাই ঘাস কাটতি যাইতাম—আমার আত গেল কাইট্যা। তুমি কান্দের কৈট্কা গামছা ছিঁড়্যা আমার হাত বাইন্দা দিলা।

আলিম : সেদিনের কতা কি এহন তোমার মনে আছে ? এহন তোমার ছাওয়াল এম.এ পাশ করছে !

ছদন :এডা কিন্তু অন্যায় কতা কইল্যা বাই। আমার ছাওয়ালও যা, তোমার ছাওয়ালও তাই। আমার ছাওয়াল এম.এ পাশ করছে, তা আমি তো পাশ করি নাই। আমি সেই ছদন চাষা ছদন চাষাই আছি। তোমার মনে নাই আলিমবাই, সেই যে সেবার নটা ঘাস কাটতি পদ্মা নদীর ওপারে গেছিলাম ?

আলিম : সেই কত কাইলা কতা টানদ্যা বাইর করলা ?

ছদন : ঘাসের বোঝা নৌকায় নিয়া ত দিলাম পাড়ি। মধ্যে গাঙে আইসা নৌকা গেল ডুইব্যা। দুই বাই সাঁতরায়া গেলাম সেই নটাখোলার চরে। সারা রাইত গলাগলি ধইরা কাটাইলাম দুই জনে, সেই সব সম্পর্ক কি কেউ মুছতি পারে কোন দিন ?

আলিম : তা দেখ বাই। তোমার ছাওয়ালের সাথে ত আমার ম্যায়ার বিয়া দিবা। ছেলের কাছে তার মতটত কিছু জিগাইছ ?

ছদন : তুমি কি পাগল গোলায়া খাইল্যা আলিমবাই ? বউ আনব আমি গরে, তা আবার ছাওয়ালের মত জিগাইব কি ? আর হলদে পক্ষীর মতন ডুগ ডুগ করে তোমার ম্যায়ার গায়ের বন্যক ! উয়ারে আনলি আমার আন্দাইর গরে কাঞ্চা সুনা জ্বলবি।

আলিম : দেহ বাই ! এহন দিনকাল বদল ঐছে। তোমার ছাওয়ালের একবার মতডা জিগায়া লইও।

ছদন : তা তুমি যখন কইছ, একবার জিগায়া দেখব।

আলিম : এহন তবে আসি গিয়া বাই। ব্যালাও বাড় বাড়ন্ত।

ছদন : তা একবার বাড়ির মদ্দিত্যা তোমার বিঞাইনের লগে দেখা কইরা যাও—এমন সকাল বেলা খালি মুহি যাইতি নাই।

আলিম : আইজ থাক বাই। খোদায় যদি দিন দ্যায় কত খাব, কত বেড়াব। আইজ আমার অনেক কাজ। সোনাডাঙা যাইতি অবি সোনারু বাড়ি। ম্যায়ার

নাকের নথ ভাইঙ্গা গ্যাছে নতুন কইরা গড়াইতি অবি।

[প্রস্থান]

[আজীমের প্রবেশ]

ছদন : আজীম ! আলিম মাতবরের সঙ্গে আইজ পাকা কতা অয়া গ্যাল।

আজীম : কিসের পাকা কথা ?

ছদন : এই তোর বিয়ার। আলিম মাতবরের ম্যায়া হাসিনারে ত তুই দেখছাসই। তার লগে তোর বিয়া অবি।

আজীম : আমার বিয়ে—তার পাকা কথা হয়ে গেল। অথচ আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানিনে ?

ছদন : তোর জানতি অবি যেদিন তুই কলমা পড়বি। আমরা এদিকে সব ঠিকঠাক কইরা যেদিন তোরে পাল্কীতে উঠায়া নিয়া যাব, হে দিন অনেক উছাই আনন্দের মদ্দি জানবি। আজ ঢোল নাই, বাজনা নাই, এমন দিনি তোরে তা জানাব ক্যান ?

আজীম : বাজান, আমার একটা কথা।

ছদন : একটা ক্যান পাঁচটা ক ? তবে তোর এম.এ পাশের বিদ্যা দ্যা বলিস না। আমরা য্যান বুজতি পারি।

আজীম : আলিম মাতবরের মেয়ে হাসিনা—ওই এক রত্তি মেয়ে সেদিন তাকে পুতুল নিয়ে খেলা করতে দেখলাম। তাকে আমি বিয়ে করব ? কক্ষণই হবে না। একটা চাষা লোককে আমি শ্বশুর বলে পরিচয় দেব ? তা কোনদিন হতে পারবে না।

ছদন : কিন্তু তারে যে আমি পাকা কতা দিয়া ফালাইছি।

আজীম : কথা বদলান যায়।

ছদন : তুই বলস কি আজীম ! কতা বদলাব ? দিন বদলায়া রাইত করতি

পারস, রাইত বদলায়া দিনও করা যায়, কিন্তুক যে মুহে কতা দিছি, কতা বদলায়া সেই মুখ আমি কেমন কইরা দেহাব মানসীরি ?

আজীম : তোমরা যাই কর, এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিলাম, ওখানে আমার বিয়ে কিছুতেই হবে না।

ছদন : দেখ্ আজীম। তুই ত বলস কতা বদলাইতি। এই কতা কি আইজক্যার কতারে ! কত দিনির খোস গল্পে হাসি তামাসায় এই কতার লতা ঐছে, ডালপালা গজাইছে—কতার ফুল ফুইট্যা খোসবু ছড়াইছে, এই কতা আমি কেমুন কইর‍্যা অনড় করি ? আজ ষোল বচ্ছর তুই বিদ্যাশে। আমরা খালি গরে শুইয়া শুইয়া এই কতা লয়া কতার জাল বুনাইছি। আলিমের ম্যায়ারে গরের বৌ কইর‍্যা আনব। আমার সুনার স্বপন তুই আইজ বাইঙ্গা দিলি আজীম ?

আজীম : তা তোমার কথা নিয়ে তুমিই থাক ! আমি স্পষ্ট করে বলে দিলাম ওখানে আমার বিয়ে হবে না।

[রহিমার প্রবেশ]

ছদন : তুমি ছাইল্যারে বাল মতন বুজাও। ও যদি কতা না শোনে তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

[প্রস্থান]

রহিমা : য়্যা আজীম। তোর অইল কি ? আমি ত শুইন্যা আকাশ থইনে পইড়্যা গেলাম। কেমন কইর‍্যা এই বিয়া বাইঙ্গা দিবি ? কাইলক্যা হাসিনা আইছিল। একেবারে হিন্দুলের মতন ডুগ ডুগ করে গায়ের বন্যক। তোর কতা খুঁইট্যা খুঁইট্যা জিগাইল আমারে।

আজীম : মা ! তোমরা যতই বল, আমি এই মেয়ে বিয়ে করব না।

রহিমা : কিন্তু ইয়ার চায়া বাল ম্যায়া ত দশ গিরামে একটাও নাই। যেমন

কাজেকম্মে, তেমনি দেখতি।

আজীম : আচ্ছা মা। তোমরা পাগল হলে? ঐ সেদিনের হাসিনা, নাক দিয়ে কফ বেরুত, সেই হবে আমার বিয়ের কনে?

রহিমা : আ মরি যাই—এহনও সে অতটুকুন আছে নাকি? শোন কতা ছাওয়ালের। কেমন বাহারের গঠন গাঠন সোন্দলের মতন হাত পা! আচ্ছা আমাগো কতায় তুই বিশ্বাস না পাস তুই নিজে যায়া একবার দেইখ্যা আয় গিয়া?

আজীম : হ্যাঁ আমার তো আর কাজ নেই; ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে যাই সেই মেয়ে দেখতে। আমি স্পষ্ট করে বলে দিলাম মা! ওই কাপড়ের পুঁটলীর মতন এতটুকু মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।

রহিমা : কিন্তুক তারা ত আর ডাঙ্গর ম্যায়া আমাগো জন্যি গরে পুইষ্যা রাখপি না। ও আজীম! তুই আমার কতা রাখ। আমি ওই হাসিনারে গরে আনি। আমার বড় ছটুর বিয়া ঐলি তারা পরের গরে যাবি। আমি হাসিনারে বুকে কইর‍্যা আমার শূন্য কোল জুড়াব।

আজীম : মা, তোমরা অত যদি কর—তবে আমি কালই বাড়ি ছেড়ে কোলকাতায় চলে যাব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আলিম মাতবরের বৈঠকখানা]

[বচন মোল্লা কেতাব পড়িতেছে। তাকে ঘিরিয়া সকলে কেতাব পড়া শুনিতেছে। দুই-তিনটি হুঁকো অনবরত হাত বদল হইতেছে। একজন হুঁকো টানিতেছে আর একজন হুঁকো ধরিয়া রাখিয়াছে যেন তার আগে অন্য কেউ হুঁকোর দিকে হাত উঠাইয়া রাখিয়াছে। ছোট ছেলেরাও কেহ কেহ বুড়োদের নিকট হইতে হুঁকো দখল করিয়া লইতেছে।]

বচন মোল্লা : [গলায় খেঁকারী দিয়া]

এক রোজ মামুদ হানিফ ঘুমে অচেতন,
আবেসে দেখিল মর্দ মধুর স্বপন।
সূর্য উজাল নামে বিবি প্রভাতের কালে,
চুল ঝাইড়া বসে আছেন রাঙা মেঘের দলে।
খনেতে সুন্দরী কন্যা উঠিছে হাসিয়া,
মোহের পেয়ালা যেন পড়িছে ভাঙ্গিয়া।
রঙিন মেঘের শাড়ী পড়িয়াছে গায়,
বিজলী নাছিছে কত হাতে আর পায়।
যখন সুন্দরী কন্যা মুখে দিল পান,
আকাশের চন্দ্র সূর্য বড়ই লজ্জা পান।
যখন সুন্দরী কন্যা মুখে দিল হাসি
আসমানের মেঘ হইতে বিজলি পড়ে খসি।
যখন সুন্দরী কন্যা গেয়ে উঠল গান

ঘুমেতে হানিফা কান্দে, হরে নিল প্রাণ।
চেতন পাইয়া মর্দ ইতি উতি চায়,
বেহেস্তী সুবাস মর্দ চারি দিকে পায়।
কই গেল সুন্দরী কন্যা কান্দে উভরায়
হানিফার কান্দনে বুঝি দুইনা ভাইস্যা যায়।

কনে পক্ষের ঘটক : এইবার মোল্লা সাহেব ! একটু জিড়ান দেন। তামুক খায়া লন [হুঁকো আগাইয়া দিতে গেল, একটি ছোট ছেলে আসিয়া হুঁকো টান দিয়া লইয়া গেল]।

বর পক্ষের ঘটক : দেখছাও নি কি বেয়াদপ পুলাপান ! য়্যাহাবারে ময়মুরুব্বী মানে না ?

কনে পক্ষের ঘটক : দে হুঁকো দে। যতটুকুন মানুষ নয় তার দুনো হুঁকা। কেমুন টানতাছে দেখছাওনি।

বর পক্ষের ঘটক : দে উক্কা দে—কার পুলারে এডি ? কতা হোনে না। এমুন পুলা যদি আমার ঐত তবে জন্মের সময় মুহি নুন ছিটায়া দিতাম।

কনে পক্ষের ঘটক : জন্মদিনে উয়ার মা-বাপ উয়ার মুহি একটা উক্কা লাগায়া দিছিল। দেখছাও না কেমুন টানতাছে ? আরে শালার মেহি বিলাই ! উক্কা দে। [জোর করিয়া হুঁকো কাড়িয়া লইয়া বচন মোল্লাকে দিল। ছেলের লালা হুঁকোয় লাগিয়া ছিল। তাহা ভাল মত মুছিয়া বচন মোল্লা হুঁকো টানিতে লাগিল]।

ছেলে : আঁ আঁ আঁ ! ও বাজান ! আমারে উক্কা খাবার দিল না।

ছেলের বাপ : আয় আমরা বাড়ি যাই। আমরা কি বিনি দাওয়াতে আইছিলাম যে এমন অপমান ! চল্ বাড়ি যাই।

বর পক্ষের ঘটক : আহা হা কর কি ? রাগ কইর না বাই।

ছেলের বাপ : দ্যাহেন ঘটক সাব ! আমি এতক্ষণ চুপ কইরাই ছিলাম। কিন্তুক দেখলেন ত ? আমার ছাওয়ালের বয়স আর উনার বয়স এক নাকি ? উয়ার আত থইনে উক্কা কাইড়া নিতি পারে উনি ? বিচারডা দেহেন।

আলিম : আরে বাই রাগ কইর না—বইস—বইস।

ছেলের বাপ : রাগ করব না ? তোমার বাড়িতি আইস্যা আমার অপমান! এ আমি সইমু না। আয় বাড়ি যাই। [ছেলেকে তিন–চার কিল দিল। ছেলে আছাড়ি–পিছাড়ি কাঁদিতে লাগিল!] আমরা কি আহালে পড়ছি মিঞা! যে তোমার বাড়িতি খাইবার আইছি! থাকপ না তোমার বাড়িতি।

কনে পক্ষের ঘটক : ভাইসাব, মাফ করেন। আমার ঘাট অয়া গ্যাছে।

ছেলের বাপ : মাফ যহন চাইলা, মাফ করলাম। কিন্তু **এমুন কাম** আর করবেন না। জানেন আমরা হইলাম খাঁ গুষ্টির লোক! আমাগো রাগ চড়লি ...।

কনে পক্ষের ঘটক : আরে তুবাস্ত তুবাস্ত! এমন কাম আর কুনুদিন করি ? দেহ মিঞা ! একটা কতা কই। তুমার ছাওয়াল এই বয়সেই তামুক খাইতি এল.এ, বি.এ পাশ কইর্যাছে।

ছেলের বাপ : উয়ার কতা আর কইবেন না। আটে গেলিই কান্দন লাগায় বিড়ি কিনার পয়সার জন্যি। রোজ আটে উয়ার জন্যি দুই আনার বিড়ি আইন্যা দিতি লাগে।

কনে পক্ষের ঘটক : আচ্ছা বাজে কতা ছাড়ান দেন। এই বার বিয়ার কতা আরম্ভ করা যাউক।

বর পক্ষের ঘটক : কতাবার্তা কইতি অবি ? তা খাঁর বিটা গ্যাল কুতায় ? ও খাঁর বিটা ! এ দিকে আসেন।

[হুঁকো হাতে আলিম অন্য ধার হইতে আগাইয়া আসিল]

তা কি ভাবে আমরা বিয়ার কতাবার্তা কমু কন দেহি খাঁর বিটা ?

আলিম : [হুঁকো অন্যের হাতে দিয়া] আপনারা ময়–মুরুব্বি দশজন আছেন। আপনারা যা ঠিক কইর‍্যা দ্যান তাই আমার সই।

বর পক্ষের ঘটক : খাঁ–গরে কতাই ওই রহম। আমার চাচা কলিমদ্দি খাঁ। একেবারে এই রহম মানুষ। আল্লায় ম্যায়াও দিছিল দশটা। কিন্তুক এক ম্যায়ার বিয়াতেও টুঁ শব্দটি হুনলো না লোকে।

কনে পক্ষের ঘটক : [চাদরটি কোমরে বাঁধিয়া আগাইয়া আসিয়া] তোমার মনে নাই মাইজা মিঞা ? হেই কলিমদ্দি খাঁর ম্যায়ার সাথে আমার মামুর নিক্যা ঐল। খাঁ গুষ্টির কতাই আলাদা। কলিমদ্দি খাঁর দাদা ছিল বরান খাঁ, মাথায় পটকা বাইন্দা চলত আর হিন্দি ছাড়া কতা কইত না। বারইডাঙ্গার মারামারির দিন আমাগো মুল্লারা তার মাথায় তিন–চারডা লাডির বাড়ি দিছিল। তখন তার হিন্দির বাহার কি ? তামান হাটের লোক ত আটাশ।

বর পক্ষের ঘটক : খাঁগরে কতাও যেমন ভূঞাগরে কতাও তেমন। এই যে গইজদ্দি ভূঞার ছাওয়ালের বিয়া করাইতি আইছি, এই গইজদ্দি ভূঞার চাচা ছিল ডাকসাইটে মানুষ। মস্ত লাঠি ঘাড়ে কইর‍্যা ফিরত, লাঠির সামনে আসে কার সাদ্দি।

কনে পক্ষের ঘটক : কলিমদ্দি খাঁর নানা ছিল কদু বেপারী। এহেবারে কদুর মতই কোন টক–ঝকের ধার ধারত না। একবার তার বাড়িতি চোর আইল। তার তিন ছাওয়াল ত চোরেরে ধইরা হাতমোড়া দিয়া বানল। তারপর কদু বেপারীরে কইল — বাজান ! থালাবাটির বোঝা পইড়্যা গ্যাছে। চোরের আর পলাবার সাধ্য নাই। তখন কাঁথার তলে ত্যা কদু বেপারী কয় — আরে ছ্যামড়ারা উয়ার আতের বান্দন খুইল্যা দে। আর পারস ত থালাবাটির বুজাডা উয়ার মাথায় উঠায়া দে। করলও তাই।

বর পক্ষের ঘটক : খুব বুকা ছিল ত মানুষটা।

কনে পক্ষের ঘটক : তোমরা ত বুকা কইবাই। কিন্তু আসলে তার বুদ্ধি ছিল। চোরের ত ঐ বাবে মাথায় বুজাডা উঠাইয়া দিয়া ছাইড়্যা দিল, তারপর যে জায়গায় শিং কাটছিল, কয়াক বাপ বিটায় রাত্তির জাইগ্যা, তা বুজায়া ফালাইল।

বর পক্ষের ঘটক : য়্যা ! কও কি মাইজা মিঞা ?

কনে পক্ষের ঘটক : হ্যাঁ, তাই করল। যদি শিং কাটার গর্ত না বুজাইত পরের দিন দারোগা আসত, চৌহিদার আসত, জমাদ্দার আসত, তারপর এরে দাও এত, তারে দাও অত। বুজবার পারলা মিঞা ! আসলে কিন্তুক হে অত বুকা ছিল না।

বর পক্ষের ঘটক : কিন্তুক গইজদ্দি ভূঞার মামুর কতা ত কইলা না ? তার ভূড়িডা ছিল দশমণী।

কনে পক্ষের ঘটক : আলিম খাঁর খালু একদিন সেই পথ দিয়া যাইতি সেই ভূড়িতি মারল বাড়ি।

বর পক্ষের ঘটক : হেই ভূড়িতি যখন বাড়ি মারল, সেই ভূড়ি ফাইট্যা যা বাইর ঐল তার কতক গ্যাল আলিম খাঁর খালুর মুহি।

কনে পক্ষের ঘটক : দেখ্ মুখ সামলায়া কতা কইস্।

বর পক্ষের ঘটক : কি আমি করিম ভূঞার নাতি, গইজদ্দি ভূঞার ভাইজতা। আমি তোর সঙ্গে ডরায়া কতা কব ?

কনে পক্ষের ঘটক : আরে জানি, ওই ভূঞা গুষ্টির কাছে করিম খাঁর পুলা চপে না। থাকত যদি আমার মাইজা খালু চপরদ্দি পাটাদার, চাপড় দ্যা তোর মুখ ভাইঙ্গা দিত।

বর পক্ষের ঘটক : থাকত যদি আইজ আমার চাচা মাঝম খাঁ তয় তোর মাতার খুলি উঠায়া দিত।

আলিম : দ্যাহেন আপনাগো পায়ে পড়ি একটু আস্তে কতা কন।

কনে পক্ষের ঘটক : না ছাড়েন আমারে ! উয়ারে দেহায়া দেই।

বর পক্ষের ঘটক : আরে কি দ্যাহাবিরে তুই !

আলিম : দেহেন আপনাগো দু'জনের দুইখান আতে দরছি। আপনারা আস্তে কথা কন।

কনে পক্ষের ঘটক : আরে আমি ত আস্তেই কতা কইত্যাছি। ওই ত জোরে কতা কয়।

আলিম : বলি আপনাগো কি ঐল ? আইলেন বিয়ার কতাবার্তা কইবার, তা না দুই জনে কুদি-কান্দি লাগাইছেন। বিয়ার দেওন-নেওনের কতা কন। ও হগল তলের খবর টান দ্যা উটাইলি কি অবি। হাতের যে কয়গাছ চুড়ী হে ত হাতেই দেহা যায়।

বর পক্ষের ঘটক : এই ত কতার মত কতা। আরে মাইজা বাই ! গোঁসা ছাড়ান দাও। এবার কয়া ফালাও বিয়ার পণ লাগবি কত ?

কনে পক্ষের ঘটক : পণ আর বেশী কি চাব। একশ টেহা পণ দাও।

বর পক্ষের ঘটক : আরে মাইজা মিয়া ! এই সাত গিরামের মদ্দি ঘটকের মদ্দি তুমি, আর ঘটকের মদ্দি আমি।

কনে পক্ষের ঘটক : সেকি আর কইতি। বাপের নাম দাদার নাম, পরদাদার নাম, তার দাদার নাম।

বর পক্ষের ঘটক : এই ফরদাদার নাম, সরদাদার নাম . . .

কনে পক্ষের ঘটক : হু হু বারদাদার নাম, ধরদাদার নাম, এই আমরা দুই জন যা জানি তেমুন জানে কোন বাপের বেটা ?

বর পক্ষের ঘটক : এই যে এত বড় পেটটা এর মধ্যে নামে নামে নামের বোঝাই। — একেবারে নামগুলান গিজ গিজ করতাছে।

কনে পক্ষের ঘটক : আর যত বিয়া–বাদাই আমাগো ছাড়া কেউ পারে লাগাইতি ?

বর পক্ষের ঘটক : আচ্ছা বাই ওসব কতা যাক। এই বিয়ায় পণ লাগবি কত ?

কনে পক্ষের ঘটক : একশ টাকা দিও বাই।

বর পক্ষের ঘটক : তা বাই হোন। ওই একশ টাকাই পণ কিন্তুক কিছু রিয়াইত–মুরিত কর।

কনে পক্ষের ঘটক : তা তুমি যহন ধরছাও তহন আগেই বুজছি আষ্টগণ্ডা খসপি। দিও, হেই আষ্ট আনাই কম দিও।

বর পক্ষের ঘটক : না বাই ! আরও কিছু খসাও।

কনে পক্ষের ঘটক : দেহ, ইয়ার পরে আর কতা চলে না। আচ্ছা আরও আট আনা খসল।

বর পক্ষের ঘটক : হোন মাইজা মিঞা ! আমার কানের কাছে আইস।

কনে পক্ষের ঘটক : আরে কও মাইজা বাই !

বর পক্ষের ঘটক : (কানের কাছে মুখ লইয়া) বিয়া ঐলে ওরা আমে দুধে মিস্যা যাইব। আমাগো জিগাইবও না ? ভালমত কমাও। দুই জনে আট আনি আট আনি।

কনে পক্ষের ঘটক : আচ্ছা, তা তুমি কতাডা আবার উঠাও।

বর পক্ষের ঘটক : মাইজা মিয়া ! সোনার মুখ দ্যা একটা বাল কতা কও। এ হগল আট আনা এক টাকার কতা ত নয়। আমাগো মান্যিডা রাখ।

কনে পক্ষের ঘটক : তুমি যখন ধরছাও তহন ত ছাড়বা না আমি জানি। যাক আর কতা কইও না, আমি এক কতার মানুষ। খুব রিয়াত কইরা দিলাম। বিয়ার পণ পঞ্চাশ টাকা।

বর পক্ষের ঘটক : ওরে আমার মাইজা মিঞারে। আরও একটু নাম।

কনে পক্ষের ঘটক : নামতি নামতি যে পাতালে ঠেকলাম।

বর পক্ষের ঘটক : পাতালে বালি আছে। ডর কিসির মাইজা মিঞা ?

কনে পক্ষের ঘটক : আচ্ছা তবে পঁচিশ টাহা, এইতেই সই দিতি অবি।

কনে পক্ষের ঘটক : আচ্ছা এই কথাই সই। বিয়া হবে আগামী শুক্কুর বাইর‍্যা দিন।

[আজীমের প্রবেশ]

সকলে : এই যে আজীম মিয়া যে ! আসেন—আসেন। বসেন ! আরে জল–চৌকি নিয়া আয়, সতরঞ্চি নিয়া আয়। (এক–একজন এক এক সুরে)।

আলিম : তা বাবাজী আইছ। বইস ! বইস !

আজীম : তা এলাম চাচা : এই পথ দিয়ে চলছিলাম। বৃষ্টি এল, তাই আপনাদের এখানে বসতে এলাম।

আলিম : তা বাল করছ বাবা। বইস, বইস। কি আর কমু। যা ভাবছিলাম তা ঐল না। তোমারে জামাই কইরা আনবার চাইছিলাম। তা কপালের লেখা ঐল না। তা বাবাজী ! শুধু বসলি ঐব না। বাড়ির মদ্দি ত্যা তোমার চাচীর সঙ্গে দেখা কইরা যাও। আইজকার শুভ দিনি খালি মুহি যাবার পারবা না। আইস বাবাজী ! আমার সঙ্গে আইস।

[আজীমের সঙ্গে আলিমের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আলিমের অন্দরমহল]

[ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হল্লা করিয়া ফিরিতেছে। বাড়ির বউ-ঝিরা মাথায় ঘোমটা দিয়া কাজে ব্যস্ত। ছেলের দল উঠানে দল বাঁধিয়া ছড়া কাটিতেছে।]

ছেলের দল :

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে বউ আনতে যাই।
বউ থাকে শিমূলতলী শিমূল গাছের তলে,
জন্তী ফুলের মালা বউ পইর্যাছে গলে।
মালার সনে ফুইট্যা আছে সাত চম্পা ফুল।
সেই ফুল দিয়া বউ বানায় কানের দুল।
কলা গাছের ডালেরে হলদে পাখির বাসা,
সেই পাখির চায়া বউ দেখতে বড় খাসা।

মা : আলো পুলাপানের গণ্ডগোলে ত কানে তালা লাগল। তোরা থামতরে বান্দরগুলান। আলো হাসিনা আবার কই গেলি ? আয় তোর চুল বাইন্দা দেই।

হাসিনা : না আমি আইজ চুল বানব না।

[আজীমের প্রবেশ]

মা : হোন ঢেমনির ম্যায়া ঢেমনির কতা। আইজ তোর বিয়ার কতা ঐত্যাছে, ওমা ! ও কিডারে, আজীম নাকি! তা হাসিনা পলাস ক্যান ? ও ত তোর আজীম বাই ? হাসিনা। ও হাসিনা! তোর আজীমবাইর জন্যি শীতল পাটিডা লয়া আয়। তা মায়ার গতর বরা যা সরম! আমিই যাই, লয়া আসি গ্যা।

[ঘরের ওপাশে হাসিনা দাঁড়াইয়া ছিল। আজীমের চোখে চোখ পড়িতেই সে চক্ষু নত করিল। মা পাটি আনিয়া বিছাইয়া দিল।] তা বইস বাবা বইস। ও হাসিনা! যা তোর আজীমবাইর জন্যি খাবার লইয়া আয়। ওই যে আমি থালির উপর সাজায়া রাখছি। লইয়া আয় পুড়ারমুখি।

হাসিনা : আমি পারব না।

মা : ম্যায়ার যা সরম। নিয়া আয় ঢেমনির ম্যায়া ঢেমনি।

হাসিনা : হু ... উ ... আমি পারব না।

মা : কিসির এত সরম লো তোর ? এ তোর আজীমবাই না ? আয় পোড়ারমুহি আয় —

[উঠিয়া যাইয়া মেয়েকে ধরিয়া আনিল। মেয়ে লজ্জার সঙ্গে আসিয়া আজীমের সামনে খাবার থালা রাখিয়া নত হইয়া দাঁড়াইল।]

মা : তোর আজিম বাইরে সালাম করলি না ?

(হাসিনা আজীমকে সালাম করিল। তারপর আজীমের চোখে চোখ পড়িতেই দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।)

মা : দেখ্‌লা ত বাবা ! ম্যায়ার আমার যা সরম ! তা খাও বাবা, খাও।

আজীম : চাচী ! আমাকে মাফ করতে হবে। এখনই আমার অনেক কাজ। আমি যাই।

মা : (হাত ধরিয়া) তাই কি অয় বাবা। যা বাবছিলাম তা ঐল না। তাই বইলা তুমি কি আমাগো পর ? আইজ শুভ দিনি কিছু না খায়া যাইতি পারবা না।

আজমী : তুমি যখন ছাড়বেই না চাচী, তখন বসি। কিন্তু আজ আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।

মা : ওই পিঠাখানা খাও বাবা। ওটা আমার হাসিনা বানাইছে।

আজীম : এত কি খাওয়া যায় চাচী ?

মা : এত আর কি দিছি তোমারে বাবা ?

আজীম : এ কি কম নাকি ?

মা : শোন কতা ছাওয়ালের। তুমি ত বিদ্যাশে ছিলা বাবা। আমার হাসিনার মুহি কেবল তোমারই কতা। তোমারে হুনাইব কইর‍্যা যেহানকার যত গীত ম্যায়া আমার শিখ্যা ফালাইছে। যেহানকার যত বই জুগাড় কইর‍্যা আইনা পড়ছে। যে দিন হুনল তোমার সঙ্গে তার বিয়া ঐব না, সেদিন ঐতে ম্যায়ার আমার না নাওন, না খাওন। এত লেহাপড়া জানা ম্যায়া দিলাম ত এক গোমুখ্য হাইল্যা ছাওয়ালের সঙ্গে। উয়ারে একেবারে বনবাস দিলাম। ও কি বাবা, উঠলা কেন ?

আজীম : আমার মাথাটা যেন কেমন করছে। আজ আমি যাই চাচী ! [যাইবার সময় আবার হাসিনাকে দেখিতে পাইল। চোখে চোখ পড়িতেই হাসিনা মাথা নত করিল।]

মা : পাগল। এহেবারে পাগল ছেলে।

তৃতীয় দৃশ্য

ছদন মাতবরের অন্দর মহল

[ছদন মাতবর বসিয়া তামাক টানিতেছে]

[বড়ুর প্রবেশ]

বড়ু : ও বাজান। মিঞাবাই বইসা বইসা কানত্যাছে। কি জিনি তার ঐছে।

ছদন : ডাক দে, ডাক দে তোর মিঞা বাইরে।

বড়ু : ও মিঞাবাই ! বাজান তোমারে ডাকত্যাছে।

[আজীমের প্রবেশ]

ছদন : দেখ্, অনেক বাইবা চিন্তা দেখলাম এহানে তুই থাকপার পারবি না। হেই গড়ের মাঠের গড়–গড়–করা বাতাসও এহানে নাই, আর কলের ত্যা কলকল কইরা পানি পড়ে হেই পানিও এহানে নাই। আমাগো এই পঁচা দ্যাশের বাতাসে কি তোর প্যাট ভরে ? তুই এক কাম কর। তুই কলকাত্তা ফিব্র্যা যা। মাসে মাসে যা টাকা পাঠাইতি অয় আমি পাঠাব। সেইহানে যায়াই তুই থাকগ্যা।

আজীম : বাজান, এমন কতা মুহি আনবেন না। এই দ্যাশের–মাটি বাতাসে আমি মানুষ ঐছি। এই দ্যাশের মায়া–মহব্বতে আমার শরীর বাড়ছে। এই দ্যাশের চায়া ভাল জায়গা বেহেস্তেও পাব না।

ছদন : ও আজীম ! তুই কস কি ? এ যে এহেবারে বিপরিত কতা। আমাগো হাইল্যা মানষী তোর তিরিবিরি কতা বুজবার পারে না। আমাগো আদরে তাই তোর পরাণ বরে না। তুই কলকাত্তায়ই যা।

আজীম : না বাজান। এ দ্যাশ ছাইড়া আমি কুনুখানে যাব না। এই সব হাইল্যা চাষী লোক আমারই আত্মীয়–স্বজন। এগো আমি লেখাপড়া শিখায়া মানুষ কইর‍্যা তুলব। এই গিরামে আমি ইস্কুল খুলব। পুলাপানগরে লেখা–পড়া শিহাব।

ছদন : কস কি আজীম ? তুই এই হগল করবি ?

আজীম : করব না ? আমি যহন বিদ্যাশে ছিলাম আমার গাঁয়ের আত্মীয়-স্বজনরা আমার জন্যে কত দোওয়া করছে। নামাজের ঘরে আমার জন্যি মোনাজাত করছে। আইজ যদি এগো আমি ছাইড়্যা যাই, তবে আমার মাথায় বাজ ভাইঙ্গ্যা পড়বি। আমি বিদ্যাশে ছিলাম, আমার জন্যি রাত্তির জাইগ্যা আমার মা আল্লার কাছে ইবাদত করছে। আমার মায়ের গরের চেরাগটি আমার

মার সঙ্গে জাইগ্যা থাকছে। আর তুমি বাজান ! আমার জন্যি কত কষ্ট করছাও। চত্তির মাসে ইটা খ্যাতে লাঙল দিতি দিতি তুমি আমার চিন্তা করছাও। নিজি একটা বাল জিনিষ না খায়া টাকা জমায়া আমারে পাঠাইছাও। তোমাগো ছাইড়্যা যদি আমি শহরে যায়া আরাম করি, তবে আল্লার গজব আমার মাথায় পড়বি।

ছদন : য়্যা কস কিরে আজীম। আইজ যে তোর কথায় নতুন সুর ? আচ্ছা যা তুই। আমি বালমত বাইব্যা দেহি। বলি আমাগো বাড়ীর উনি কোথায় গ্যাল। একবার এদিকে আসুক। যা আজীম। তুই একটু গুইরা আয়।

[আজীমের প্রস্থান]

[রহিমার প্রবেশ]

রহিমা : আমাগো বাড়ীর উনি আমারে কি জন্যি ডাকছে ?

ছদন : আজীমের মত বদলানের কতা হুনছাও নি ?

রহিমা : আমি হগলই হুনছি।

ছদন : আইচ্ছা, ইয়ার কারণডা কি ! হঠাৎ যে পাত্তর কাইত অয়া গেল?

বড়ু : বাজান ! আইজ মিঞা বাই হাসিনা বুবুগো বাড়ি গেছিল। সেই হান থইনে আয়া কেবল আপালি–উপালী করতাছে।

রহিমা : পুলা আমারে কইছে, ওই হাসিনার সঙ্গে যদি তার বিয়া দাও তাতে সে রাজী আছে।

ছদন : রাজী আছে ? তয় এখনই আলিম মাতবরের সঙ্গে দেখা করতি অবি। আমি তয় যাই !

[পটপরিবর্তন]

চতুর্থ দৃশ্য

[আলিম মাতবরের বহির্বাটী]

আলিম : তা কি মনে কইর‍্যা মোড়ল ? গরীবের বাড়িতি যে আতীর পাড়া! তা বইস বাই বইস। আমার হাসিনার বিয়া আইজ পাকা কইর‍্যা ফেলাইলাম ভূঞাগো পুলার সঙ্গে।

ছদন : কতা পাকা কইরা ফালাইছ ?

আলিম : হ বাই। এই আগামী শুক্কুরবার বিয়া ঐব। তা তুমি দোয়া কইর।

ছদন : কিন্তুক কতা ত আমার সঙ্গে আগেই পাকা অয়া আছে।

আলিম : হে কতা ত তুমিই কাইট্যা গেলা বাই।

ছদন : না বাই ! হে কতা আবার বওয়াল কর। আমার ছাওয়াল রাজী ঐছে।

আলিম : তোমার এম.এ পাশ করা ছাওয়াল, হে রাজী ঐতে পারে, কিন্তু আমরা চাষা–ভূষা মানুষ, আমরা রাজী ঐতে পারি না।

ছদন : আলিম বাই ! তোমার আতে ধরছি, তোমার ম্যায়াডারে আমারে দাও।

আলিম : মাতবর ! আমিও হেদিন তুমার আতখানা অমনি কইরা দরছিলাম। কিন্তুক আত ছাড়ায়া নিছিল্যা। তোমার এম-এ পাশ ছাওয়াল আমার কপালে ঐল না। সবই নসিবির লেখা।

ছদন : আলিম বাই, ও হগল কতা বুইল্যা যাও।

আলিম : ভুলতি তুমি পার বাই। মনে আছে তোমার মোড়ল ! দুই দোস্তে এক থালায় দুধ–ভাত খাইত্যাছিলাম। তুমি আমার হাতখানা তোমার হাতের উপর রাইখ্যা আমারে কতা দিছিলা, তোমার পুলার লগে আমার ম্যায়ার বিয়া

দিবা! হেই কতা তুমি বুইল্যা গেলা মোড়ল ? তুমি বড় লোক, তোমার পুলা এম. এ পাশ। তুমি যত সোজায় ভুলতি পার, আমি ধানখ্যাতের মানুষ — চাষা লোক, আমি অত সহজে ভুলতি পারি না মোড়ল !

ছদন : আলিম বাই ! আমারে মাফ কর !

আলিম : মাফ ত তুমি আমারে কর নাই মোড়ল ! তুমার পুলার লগে বিয়া দিবার জন্যি ম্যায়াডারে লেহাপড়া শিখাইছিলাম ! আমার ম্যায়া বড় লোকের ঘরের বউ হবি, তোমাগো ঘরের হাল-হকিকতের মতন কইরা তারে মানুষ করছিলাম। সেই ম্যায়াডারে যহন তুমি পায়ে ঠেললা, তহন তুমি আমারে মাফ করছিলা ? তুমি যখন কথা ফিরাইয়া নিলা, তখন ম্যায়ার বিয়া দিবার গেলাম ভাটপাড়ার খোনকার বাড়ি। তারা কইল তোমার ছাওয়াল যে আমার ম্যায়া বিয়া করল না, নিশ্চয় আমার ম্যায়ার কোন খুঁত আছে। তাগো পায়ে ধইরা কানলাম তারা হুনল না, তারা আমারে মাফ করছিল ? আমার সেই সোনার তুতা পাখিরে আইজ মুখ্য চাষার ঘরে বিয়া দিয়া জনমের মত বনবাস দিত্যাছি, এ কি কম দুঃখে মোড়ল ?

ছদন : আলিম বাই ! ম্যায়ার দিকি একবার চায়া দেখ। আমার গরে গেলি তার সুখ ঐত। তুমি আমারে ম্যায়াডারে দাও।

আলিম : না মোড়ল ! আমি যা জবান দিছি তা রোজকিয়ামতও যদি আমার মাথায় নাইমা আসে তেও তার নড় অবি ন্যা।

ছদন : আলিম বাই ! যত টাহা তুমি চাও আমি দিব। তোমার ম্যায়ার গাও সোনাদ্যা মুড়ায়া দিব। আমার অদ্ধেক সম্পত্তি তার নামে লেইখ্যা দিব।

আলিম : মোড়ল ! ওসব লোভ আমারে দেখাইও না। আমি চাষা মানুষ! টাহা-পয়সা তুমার মতন অত চিনি না। সোনার গয়নার কতা কইত্যাছ ? গরীবির গরে যায়া আমার ম্যায়া রূপার বাঁকখাড়ু পায় দিবি, রূপা-দস্তার চুড়ি

হাতে পরবি ! ওসব দামী গয়না তারে মানাইব না। আর টাহা পয়সার কতা? আমার কি বাকস আছে না সিন্দুক আছে ? ওসব রাখনের জায়গা আছে তোমার বাড়ি—তুমি বড় লোক। আমি চাষা মানুষ, আমার গরে ওসব মানাবি না।

ছদন : তয় তুমি আমার কতা রাখলা না ?

আলিম : না মোড়ল ! ভূঞাগরে আমি জবান দিছি। সে জবান আর ফির‌্যায়া নিমু না।

ছদন : এই তুমার শ্যাষ কতা ?

আলিম : এই আমার শ্যাষ কতা।

ছদন : তবে শোন আলিম ! আমার নাম ছদন মাতবর। বাঘে গরুতি দান খায় আমার দাপটে। তুমার ম্যায়ারে আমি নিমুই।

আলিম : আমারে ডর দেহাও মোড়ল ? আসমানের চান কাইড়্যা আনতি পারবা কিন্তুক আমার ম্যায়ারে পাবা না। বাল কতা, আগামী শুক্কুরবার তোমার দাওয়াৎ। আমার ম্যায়ার বিয়ায় আইস !

ছদন : তোমার দাওয়াৎ রাখতি আসুম আলিম। কিন্তু মনে রাইখ সরকি–লাঠি সঙ্গে কইর‌্যা আসপ।

আলিম : তোমাগো বাই–বাইস্তার যে কয়খানা সড়কি–লাঠি আছে, সব নিয়া আইস। আলিম মাতবর ডরায় না।

ছদন : তয় সেই কতা মনে রাইখ। আসুম আমি তোমার ম্যায়ার বিয়ায়। কাইজার ঢোল বাজাইতি বাজাইতি আসপ। তুমিও তয়ার থাইক।

আলিম : মনে রাইখ তবে মাতবর, জাতি সাপের লেঙ্গুরি আইজ পাও দিলা। ভেঙ্গুরির চাকে ঢিল দিলা।

ছদন : তার জন্যি ছদন মাতবর ডরায় না।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[ছদন মাতবরের অন্দর মহল]

ছদন : শোন্ আজাহের ! চড়কডাঙ্গার খাঁগরে কয়া আসপি। সড়কি–লাঠি সঙ্গে কইর‍্যা যে কয়জন পারে যেন কাইল দুইপরে চইলা আসে। আর বছির! তুই যাবি উজান চরে। সেহানকার যত লাইঠাল সব লইয়া যেন নিজাম ঢালি আসে। বয়সকাল গ্যাছে, তবু আমি ছদন মাতবর। একবার শ্যাষ খেলাডা আলিমরে দেখাইয়া যামু। থাকত যদি যুয়ানকাল, তয় একলাই যাইতাম, চুলির মুঠি দইরা নিয়া আসতাম আলিমির ম্যায়াডারে। দেখতাম কিডা আমারে মানা করত ! যাক, এইবার যাই সড়কিডারে একবার বালমত ত্যাল দিয়া লই।

[সকলের প্রস্থান]

[আজীম ও বড়ুর প্রবেশ]

বড়ু : আজীম বাই ! আমারে বুলান দিছ ?

আজীম : হোন বড়ু ! এদিক আয়। কিরে ! তোর চুলি ত বাল ত্যাল নাইরে! কাইল আমি বাজারে যায়া তোর জন্যি গন্ধ ত্যাল কিনা আনব !

বড়ু : আমার জন্যি কেন মিঞা বাই ? যার জন্যি কিনুনের তার জন্য কিন্যা আনবেন।

আজীম : তুই ত জবর বান্দর ঐছিসলো বড়ু? দ্যাখ একটা কথা।

বড়ু : কি কথা ব্যাঙের মাথা ?

আজীম : না না, হোন। তুই যে পাহার উপর নক্সাডা করছাস না, ওডা বড় সুন্দর ঐছে।

বড়ু : আসল কোন কামডা করণ লাগব হেই কতাডা কও। আমারে অত তারিফ করন লাগব না।

আজীম : তুই না কার কাছে সিলাই করা শিখতি ?

বড়ু : তার নামডা করুন লাগবি ? বড় সুন্দর হুনা যায়, না মিঞা বাই ? তার নাম হাসিনা, হাসিনা, হাসিনা। কিন্তুক সে তোমার সঙ্গে বিয়ায় রাজী না। তার সঙ্গে তোমার বিয়া ঐব না।

[আজীম কানে ধরিয়া চিমটি দিল]

বড়ু : ও মিঞাবাই ? ছাড় ছাড় —বড় লাগত্যাছে।

আজীম : তয় ক আর দুষ্টামি করবি ন্যা ?

বড়ু : না, না, তিন সত্যি না, চার সত্যি না। তোমার হাসিনার কিরা না।

আজীম : এই আবার ? শোন বইন। আমার সুনা বইন—মানিক বইন।

বড়ু : তারপর ?

আজীম : আমার নক্কী বইন! কইতর বইন! আমার একটা কতা রাখ।

বড়ু : কও না মিঞাবাই।

আজীম : তোর হাসিনা বুবুরি একবার আমার সাথে দেখা করাইতি পারস?

বড়ু : ইয়া আল্লা, তাও কি হয় ? আইজ বাদে কাইল তার বিয়া। সে আইব তোমার লগে দেখা করনের লাইগ্যা ! তুমি ঐলা পরপুরুষ।

আজীম : আমার সুনা বইন ! দেখ্, যেমন কইরাই পারস তার সঙ্গে আমার দেখা করাইবি।

বড়ু : এহন আমারে সুনা বইন, লক্ষ্মী বইন কইলি কি অবি ? তখন ত কত পায় পইড়া কইলাম, মিঞাবাই ! আমাগো কতা তুমি রাখ। হাসিনারে বিয়া কর। হুনছিলা তখন আমার কতা যে এহন আমি তোমার কতা রাখপ ?

আজীম : দেখ তখন আমি কি যিনি অয়া গেছিলাম।

বড়ু : কিনা একটা আণ্ডা অয়া গেছিলা। এখন হাসিনা বুবুরে নিজির চক্ষে দেখছাও কিনা ; তাই তারে না ঐলি তুমি গলায় দড়ি দিবা। আমাগো কতা

তখন বিশ্বাস করলা না।

আজীম : দেখ, তুই যা কবি তাই বিশ্বাস করব। তুই একবার চেষ্টা কইরা দেখ।

বড়ু : দেহ মিঞাবাই ! আমি যাদু যানি, যাদুর মন্তর দ্যা এক পলের মদ্দি আমি হাসিনা বুবুরে তোমার কাছে নিয়া আসপার পারি। যদি আনতি পারি তবে তুমি আমারে কি দিবা ?

আজীম : তোর জন্যি লতা দিয়া পা'র বাঁকখাড়ু গড়ায়া দিমু। বাঁশের পাতা দিয়া তোর নাকের নথ গড়ায়া দিমু। আর জঙ্গল ত্যা কাউয়ার ঠুটি আইনা দিমু।

বড়ু : আর কি দিবা মিঞাবাই ?

আজীম : আর তুই কি চাস ?

বড়ু : আমার সঙ্গে খেলুনের জন্যি সুন্দর দেইখ্যা একটা ভাবী আইনা দিতি অবি।

আজীম : সে ত আমার হাত না। তোর হাসিনা বুবুর হাত।

বড়ু : তুমি পুষ্যা মানুষ। তুমি যদি তারে ভাবী কইর‍্যা আনবার না পার তবে তুমি গলায় দড়ি দিও।

আজীম : দেখ তামাসা ছাড়ান দে। তুই তাগো বাড়ী যা।

বড়ু : তাগো বাড়ীতি যাইতি লাগব না, আমি যাদু দিয়া তারে টাইনা নিয়া আসুম। তুমি চোখ বন্দ কর আগে। করছাও ত ? কি মিঞাবাই ? তুমি আবার চায়া দেখতাছাও। দেখলি কিন্তুক আমার যাদু ফলবি না।

আজীম : আচ্ছা, আমি আর চায়া দেহুম না।

[বড়ু অন্য ঘর হইতে হাসিনাকে লইয়া আসিল। সে আসিতে চাহিতেছিল না। বড়ু তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিতেছিল]

বড়ু : আলো পুড়ারমুখি, আয়। সরম করবার অনেক সময় পাবি! আজ

তোর সরম–ভরম আঞ্চলে গিরা দিয়া বাইন্দা রাখ।

আজীম : হাসিনা ! তুমি আমারে মাফ কর।

হাসিনা : বড়ু ! তুই তোর মিঞাবাইরে ক, আমি আবাগীনীর জন্যি যে দুই গিরস্তে আইজ মারামারির সাজন সাজতাছে, তা যেন বন্দ কইর‍্যা দ্যায়।

বড়ু : আমার কওনের কাম কি লো ? তোর কতা তুই নিজিই ক। ছাড় হাসিনা বুবু ! আমার আঁচল ছাড়। মায় যিনি একলা রান্দাঘরে কি করত্যাছে। আমি যাই, নাইলে আমারে বকপানে।

হাসিনা : (কানে কানে) বড়ু, তোর পায়ে পড়ি। তুই যাইস ন্যা।

[নেপথ্যে—বড়ু ! ও বড়ু ! কই গেলি লো ? কামকাজ কিছু নাই বাড়ির?]

বড়ু : ওই যে মা ডাকত্যাছে। আমি যাই।

[প্রস্থান]

আজীম : হাসিনা ! আইজই হয়ত আমাগো শেষ দিন। আর হয়ত দেখা ঐব না। আইজ যাওনের দিন তুমি আমারে একটা কতা কয়া যাও।

হাসিনা : আজীমবাই।

আজীম : কি হাসিনা ?

হাসিনা : লজ্জার মাথা খায়্যা আইজ আমি তোমারে একটা কতা কইবার আইছি। আমি আবাগীনীরে লয়া আইজ যে দুই গেরস্তে মারামারির সাজন করতাছে, ইয়া তুমি থামায়া দাও।

আজীম : হাসিনা ! তুমি আমার হও। এহনই সব থাইম্যা যাবি।

হাসিনা : আজীমবাই ! তুমি বেবুজের মত কতা কইও না। আমার উপর আমার কতখানি দখল আছে ? খোদার ইচ্ছায় যখন আমাগো যোড় অইল না, তখন এই কাইজ্যা–ফ্যাসাদ তুমি বন্ধ কর।

আজীম : হাসিনা ! তোমারে না পাইলি আমি দেশান্তরী অব।

হাসিনা : আজীমবাই ! তুমি বেবুজ ঐও না। তোমার বাপ আর আমার বাপের মদ্দি কত মহব্বতের দোস্তি ছিল। আইজ আমি আবাগীর জন্যি তারা এ-ওরে মারণের লাইগ্যা সাজন করতাছে। যদি কাইজ্যা লাগে তবে কত জন খুন ওইব—কত জন জখম ওইব, কত মায়ের কোল খালি ওইব, কত ম্যায়া লোকের সিন্তার সিন্দুর মুইছ্যা যাইব। এই কাইজ্যা তুমি বন্দ কইরা দাও।

আজীম : হাসিনা ! তুমি কি শুধু আইজ এই কতা আমারে কইবার আইছ?

হাসিনা : হ আজমীবাই ! লজ্জার মাথা খায়া বাড়ি থনে পালায়া আইছি। এই কথা তোমারে কওনের লাইগ্যা।

আজীম : এই কতা ছাইড়া আইজ আমারে কওনের আর কোন কথাই নাই? শোন হাসিনা। তুমি জনমের মতন পরের ঘরে চইল্যা যাইবা। আমার সোনার পঙ্খি চিরকালের মতন পিঞ্জিরায় বন্ধ ঐব। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা ঐব না। এই শেষ বিদায়ের দিনে তোমার কি আর কোন কতা নাই আমার কাছে ?

হাসিনা : আজীমবাই ! তুমি আমারে মাফ কইর। সবই আমার নছিব। অনেক কতা আইজ তোমারে কইবার পারতাম — কিন্তু তা কইলি আর কি অবি ? ললাটের লেখা ত কেউ মুইছ্যা ফালাইতি পারবি না ?

আজীম : তবু তুমি কয়া যাও আমারে। সারাটি জনম হেই হগল কতা মনে কইরা সকল দুক্কু আমি পাসরব। পরের ঘরে যায়া তোমার সোয়ামীর বারা বানতি বানতি যহন তোমার পরিশ্রম ঐব, তহন তুমি মনে করতি পারবা, বৈদেশে একজন অভাগা তোমার আইজকার কথাগুলি মনে কইরা দীঘল রাত্তির জাগত্যাছে।

হাসিনা : আজীমবাই ! তুমি আমারে মাফ কইর। ভাবছিলাম আইজকার দিনি কাউরে কোন দুক্কু আমি দিয়া যামু না। কিন্তুক আর পারলাম না। আমার

গিয়ান হওয়ার পরের থইনেই তোমারে সোয়ামী বইল্যা বরণ করছি। বিহান না হইতি কোরান শরীফ সামনে রাইখ্যা তোমার জন্যি আল্লার কাছে মোনাজাত করছি। নমাজের ঘরে তোমার কথা মনে কইরা মোমবাতি জ্বালাইছি। নিজির কথা তোমারে কয়া চিঠি লিখপার পারি নাই। সন্ধ্যার পরে আসমানে একটা একটা কইর‍্যা তারা জ্বলছে আর সেই তারার উপর আমার মনের কথা আঁইকা মনে মনে তোমারে পাঠাইছি। সেই আমারে তুমি পায়ে ঠেললা। এ আমার নছিব।

আজীম : হাসিনা ! তুমি আমারে মাফ কইর। আমি ত জানতাম না আমার বেহেস্তের আসমান এই দ্যাশের আন্ধারে এমন কইর‍্যা লুকায়া আছে। আমিই আইজ তোমারে বনবাসে দিলাম।

হাসিনা : তুমিও আমারে মাফ কইর আজীমবাই ! তোমার কতা আমি কুনুদিন ভুলুম না। তোমার দ্যাশে যে তারাডা আসমানে জ্বলবি মনে কইর আমার দ্যাশে যায়া সেই তারাডা আমার সঙ্গে সারা রাইত জাইগা থাকপ। তুমার দ্যাশে গাসের উপর যে নিয়ারের ফুটা পইড়া থাকব, মনে কইর এই আবাগীনীর চোখির পানি গাসের উপর পড়ছে। আজীম বাই ! তুমি আমারে বিদায় দাও।

আজীম : হাসিনা ! আর একটুকু তুমি দাঁড়াও।

হাসিনা : আর ত আমি দেরী করবার পারি না আজীম বাই ! আমার সব কতা তোমারে কয়া আমার বুকটা একটু পাতলা ঐছে। এহন আমারে যাইতি দাও।

আজীম : না, না হাসিনা ! তুমি আর একটু দাঁড়াও। আল্লার দুইনা তোমারে আইনা দিব আমি। আসমানের চান–সুরুজ আইনা তোমার পায়ে পরাব। তুমি আর একটুকু বেলম কইরা যাও।

হাসিনা : আজীম বাই !

আজীম : না, না, হাসিনা ! তোমার কথা আমারে কইলা, আমার কথা ত তুমি শুনলা না ! আমার বেহস্ত উজাড় কইরা আজ তোমারে ঢাইলা দিব। শোন হাসিনা ! এই গাঁয়ে তুমি আর আমি কইতর-কইতরীর মত বাসা বাইন্দ্যা থাকপ। তোমারে বালবাইস্যা এই গাঁয়ের লোকরে লেহাপড়া শিখাব। তাগো মানুষ কইরা তুলব। তুমি আমার এই সুনার সপ্‌পন আইজ বাইঙ্গা দিয়া গেলা।

হাসিনা : আজীম বাই ! ওসব কতা শুনায়া আমার বুকির বল নষ্ট কইরা দিও না। তুমি আমারে বিদায় দাও। এ জীবনে আমাগো দেখা ঐব না, কিন্তুক রোজহাশরের বিচারের দিন আবার আমাগো দেখা ঐব।

[উভয়ের প্রস্থান]

[স্থান : আলিম মাতবরের বহিঃপ্রাঙ্গণ। সমবেত ঢালি ও লাঠিয়ালগণ, সম্মুখে আলিম মাতবর ঢাল ও সড়কি হাতে]

আলিম : কার নামে তোমরা রওয়ানা হইলা মিঞারা ?

সকলে : আল্লার নামে ?

আলিম : জানমাল সব আল্লার নামে সইপা দিলা ?

সকলে : দিলাম !

আলিম : তোমাগো বিটার মাথা চিবায়া খাও যদি আইজ এই লড়াইতি কেউ ভাইগ্যা আস। আল্লার কোরান আগুন দিয়া পুড়ায়া ফালাও, এই লড়াইতি যদি কেউ ভাইগ্যা আস। তোমরা সগ্‌গলে তৈয়ার ?

সকলে : তৈয়ার ।

আলিম : তয় ডাক ছাড়—কাইজার থালা বাজাও। আবা ! আবা ! আবা!

সকলে : ও-ও-ও-ও।

[নেপথ্যে আ—লী আ—লী-ই-ই-ই শব্দ]

(দূরে অপর পক্ষের কাইজার ডাক শুনিয়া)

নিজাম : ওই যে ওরা আইসা পড়ল বইলা—ওই যে কাইজ্যার ডাক শোনা যায়।

আলিম : ভাইসব ! হুঁশিয়ার ! আল্লার নাম নিয়া রওয়ানা হও। আইজ যদি আমার ম্যায়ারে তারা জোর কইরা ধইরা নিয়া যাবার পারে, কাইল তোমাগো উপর হাত তুলব ! বউ–মাইয়া লয়া গর করতি পারবা না। মনে রাইখ, নিজির মা–বুনির ইজ্জত রাখবার জন্যি তোমরা আইজ রণে চইলাছ। সকলে হুঁশিয়ার হও—আল্লার ধ্বনি কর।

সকলে : বলরে আল্লার ধ্বনি, আল্লা আল্লা লায় লাহা ইল্লাল্লা—এ–এ–এ

আলিম : [মন্ত্র পড়িতে লাগিল—]

আগাড়ি পিচ্ছাড়ি বনলাম,
মারণ মারনেওয়ালা বনলাম।
বন্দুকি বন্দুকওয়ালা বনলাম ;
আসমানে ঠাটা বনলাম।
আমার মন্ত্র নড়ে চড়ে,
আলীর হাতের ঢাল ভাইঙ্গা
ভূমিতে পড়ে।
আয়রে বজ্জর ঠাটা আকাশ জুড়িয়া
দাপটে হাবিয়া দোজখ উঠুক নড়িয়া।

সকলে : রে–এ–এ–এ।

আলিম : আলীর ঢাল রসুলের তরোয়াল
আল্লার কোরান নিলাম হাতে,
আশি হাজার দেও দানা গর্জে আমার নাদেরে।

সকলে : রে–এ–এ–এ–

আলিম : ওই যে ওরা আইসা পড়ছে। সাবধান—সাবধান ! এই যে সড়কি ছাড়ল। ঢাল দিয়া ফিরায়া দিলাম। কুতুবুদ্দি সড়কি ছাড় ! পিছায়া যাও — পিছায়া যাও। — আওগাও — মার কোপ।

(অপর দলের প্রবেশ)

ছদন : কোথায় তোমার উৎপত্তি কোথায় তোমার ঘর,
তুমি যে রণে আইছ বইসা কিসের পর।

সকলে : রে–এ–এ–এ—

আলিম : বজ্জরে আমার জন্ম বজ্জরে আমার ঘর,
সোয়ার হয়া আইছি আমি তুফান ঘোড়ার পর রে।

সকলে : রে–এ–এ–এ

ছদন : আমি তোমার আজরাইল আইছি কবজ করতে জান্
মউত কালে একবার তুমি লহ আল্লার নাম রে।

সকলে : রে–এ–এ–এ

[দুই দলে কাইজা আরম্ভ হইল। নানা রকমের শব্দ :

সাবধান — সাবধান — লাঠি চালাও — রামদা আন। খুন হৈল রে — খুন হৈল !]

[হাজীর বেশে গৈজদ্দি ভূঞার প্রবেশ]

গৈজদ্দি : আল্লা রসুলের দোহাই — খোদার কোরানের কিরা — মিঞারা! তোমরা সগলে থাম ?

আলিম : না–না — থাইম না। আমার বংশের খ্যাতির উপর ওরা আঘাত করবার আইছে। — আমার ঘরের ম্যায়ারে কাইড়া নিবার আইছে। — ওগো দেখায়া দিমু।

গৈজদ্দি : আলিম ভাই ! আমি সাতবার মক্কায় হজ কইরা আইছি। তার সমস্ত ছবাব তোমার কাছে আমার জিম্মা রইল। আমার একটা কথা হোন ?

আলিম : না–না, আইজ মুহির কুনু কথা হুনমু না। আইজ কথা কমু সড়কির আগায় আগায়, তলোয়ারে তলোয়ারে — খুনের রঙ্গে আইজ কথারে রাঙ্গা করমু। বুকির পাঁজরের লহু দিয়া কথারে তাজা করমু।

গৈজদ্দি : তা যদি করবার চাও — আমার এই কলজা পাইতা দিলাম ! আমার বুকির লহু দিয়া আগে গছুল কইরা লও। আমার কথা না হুনলি এখানে তবে আইজ জান কবজ কইরা দিমু !

একজন : আহা মাতবর সাহেব, একটু থামেন। হাজী সাহেব কি কইবার চায় একবার হুইনা লই।

ছদন : আচ্ছা কন হাজী সাহেব, কি কইবার চান ?

গৈজদ্দি : এই দ্যাশের মদ্দি দুই গিরামে তোমরা দুইজন মাতবর — দুইডা পর্বতের মত খাড়া হয়া আছ। এই দ্যাশের কোন খেতি করবার যদি কেউ কুনুদিন আসে তয় তোমরা দুইজন জাঙ্গাল তুইল্যা যায়া আগে খাড়াও। আইজ নিজিরা নিজিরা মারামারি কইরা সেই পাহাড় দুইডারে ভাইঙ্গা ফালাইত্যাছ।

আলিম : দোষ কার, আগে তার বিচার করেন হাজী সাহেব !

গৈজদ্দি : দোষী–নির্দোষীর কতা নয়। আইজ আমি তোমাগো এই বাবে মারামারি করবার দিমু না ! আরব দ্যাশ ঘুইরা আমি দেইখ্যা আইছি। আল্লা রসুলের সেই আরব। এমনি কইরা বাই বাই হিংসা কইরা চৌদ্দডা দ্যাশে তারা বাগ হয়া গ্যাছে। কাউর কুনু খ্যামতা নাই। কোথায় ছিল এহুদিরা দুনিয়ার নানান দ্যাশে ছড়ায়া। একতার জন্যি তারা সেই আরবের বুকির উপর আইস্যা বাদশাই তক্ত গইড়াছে। আর মোছলমানেরা চায়া চায়া দেখতাছে। শোন ভাই সগল। আজ আমার জান থাকতি তোমাগো আমি এমন কইরা মারামারি

করবার দিমু না।

আলিম : তয় আপনি ছদন মাদবররে কন, সে তার লাঠিয়াল নিয়া চইলা যাউক।

ছদন : আলিম মাদবররেও কয়া দেন, তার ম্যায়াডারে আমার পুলার লগে বিয়া দিয়া দিক। আমি চইলা যাই।

গৈজদ্দি : ও সগল কতা–কাটাকাটির সময় নাই। আমার বিচারডা আপনারা দুই মাতব্বর মানবেন ?

ছদন : আপনি যা বিচার কইরা দিবেন আমি মানব।

গৈজদ্দি : তয় আমি বিচার কইরা দিলাম। তোমার ছাওয়ালের সঙ্গেই আলিম মাতব্বরের ম্যায়ার বিয়া ঐব ! আমার ছাওয়ালের সঙ্গে সেই ম্যায়ার বিয়ার কতা ঐছিল। আমার ছাওয়ালডারে আমি উঠায়া লয়া যামু।

আলিম : হাজী সাহেব ! জবান ঠিক রাখপেন।

গৈজদ্দি : জবান আমার ঠিক রাখপার পারলাম না তোমার সঙ্গে আলিম মাতব্বর ! এর জন্যি রোজহাসরের দিন আল্লার কাছে আমি জবাব দিব। তাঁর পায়ে পইড়া কইমু এই দ্যাশের দুই মোড়লের মদ্দি লড়াই লাগছিল। এই জন্যে কত মা সন্তান হারাইত, কত বউ পতি হারাইত—তাগো কোলের সন্তানদের রক্ষা করছি আমি জবান বদলায়া—তাগো কলিজার সোয়ামিরে আবার কলিজায় ফিরায়া আনছি আমি জবান বদলায়া ! আল্লা হেদিন আমারে মাফ করব।

আলিম : কিন্তুক আপনার পুলাডারে বিয়ার পুষাক পরায়া নিয়া আইছেন আমার ম্যায়ার জন্যি। তারে কেমন কইরা ফিরায়া লয়া যাবেন ? লোকে যে মুহি চুনকালি দিবি ?

ছদন : তার জন্যি কুনু চিন্তা কইর না তুমি আলিম মাতবর। আমার গরেও

একটা ম্যায়া আছে। এমন যে বাপ, তার পুলা যাই কেন না হোক, তার লগেই আমি আমার ম্যায়ার বিয়া দিমু।

আলিম : কিন্তুক বিয়ার বাড়িতে এত লোকের আমি কেমন কইরা বসন দিব। হতরঞ্চি নাই—বিছানা নাই।

ছদন : কুনু চিন্তা কইর না বিয়াই। মাটির ঘাসের চায়া বড় বিছানা দইনায় নাই। মিঞারা সব বইস্যা যাও—ঢাল-সড়কি যার যা আছে তাই পাইত্যা মাটির উপর বইস্যা যাও।

আলিম : আরে মিঞা, লোকজনরে বসায়া ত দিলা! আমি এগো খাওনের দিব কি? হায় হায়রে! আমার জাইত বুঝি গ্যাল আইজ।

ছদন : আহা হা সবুর কর না বিয়াই।

আলিম : সবুর—কিসির সবুর করব মিঞা ? কমিরদ্দি মাতবরের ছাইলা আমি জমিরদ্দি মাতবরের নাতি। জাইত যে গ্যাল আমার। এত লোকের খাওন দিব কেমন কইরা ?

ছদন : আরে সবুর কর বিয়াই। আমি সব ঠিক কইরা রাখছি। কুনু চিন্তা কইর না তুমি! সাতটা খাসি বাড়িতি জবাই কইরা রাইন্দ্যা রাখছি। ওই আস্যা পড়ল বইল্যা। আমার আজীম গেলি কই ? তোর শ্বশুররে সালাম কর।

আলিম : বাইচা থাক বাবা! বাইচা থাক।

ছদন : আরে গাধা! হাজীসাবরে দেখলি না।

গৈজদ্দি : আল্লা তোমার হায়াত বরাত বড় করুক বাবা!

যবনিকা

বদল-বাঁশী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বড়ু বসিয়া আখায় জ্বাল দিতেছে আর গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছে। পাতলা ছিপছিপে পোনর–ষোল বছরের সুন্দর মেয়েটি।]

দুপুর বেলা আইল্যারে ও সোনার নাগররে,
তুমি বান্দ ঘুড়া কেয়া ফুলের ডালে কি নারে।
তুমি বান্দ ঘুড়া কদম ফুলের ডালে কি নারে।
রোদে না ঘামিয়া, সোনার তনু গ্যাছে উনিয়া ;
আমি করব বাতাস অঞ্চল উড়ায়া কি নারে।
আমি করব বাতাস মাথার ক্যাশ ছড়ায়া কি নারে।

[বছিরের প্রবেশ। ১৮/১৯ বছরের একটি যুবক। গায়ের এখানে সেখানে কাদা লাগিয়া আছে। মুখখানি সুন্দর, স্বাস্থ্যভরা। বছিরকে দেখিয়া মেয়েটি একটু মৃদু হাসিল, তারপর মাথায় কাপড়খানি একটু ঘুরাইয়া লইল, কিন্তু একেবারে ঘোমটা দিল না।]

বছির : কিরে বড়ু ! কি করতাছাস ?

বড়ু : বছিরবাই নাকি ? বইস ! বইস !! তা কি মনে কইর‌্যা ? বছিরবাই ?

বছির : ওই পথদ্যা যাইত্যাছিলাম, উক্কার আগুন নিব্যা গেল। তা দেতো, একটু আগুন দে।

বড়ু : বলি বছিরবাই ? এই পথদ্যা যাইতি রোজই যে তুমার উক্কার আগুন নিব্যা যায় ?

বছির : তুই বুজি বিশ্বাস করলি ন্যা। আমি তোরে ছুইয়া কইতি পারি।

বড়ু : (হাসিয়া) না না আমারে ছুইতে অবিনা! আমি এমনিই বিশ্বাস করলাম।

বছির : বিশ্বাস করলি ত ? আমি কি মিছা কইছি যে বিশ্বাস করবি না? তা হোন বড়ু? এদিক আয়।

বড়ু : ওই হানত্যাই কওনা বছিরবাই! আমি হুনতাছি।

বছির : তোর জন্যি গহন জঙ্গল ত্যা কাউয়ার ঠুটি আনছি, পাকা দেইখ্যা ডুমকুর আনছি।

বড়ু : ডুমকুরও আনছাও বছিরবাই ? দ্যাও আমার আঁচলে ডাইল্যা দাও। আইজকে ডুমকুরির মালা গাঁইথ্যা গলায় পরব।

বছির : হেই জন্যিই ত আনলাম। আর হেদিন না কইছিলি, পাকা তেলাকুইচ্যা ফল দ্যা আত রাঙা করবি। এই দেখ কয়ডা পাকা তেলাকুইচ্যা ফলও আনছি। তোর ঠোঁটের মতন রাঙা টুকটুক করে। আমার একটা কতা হুনবি বড়ু ?

বড়ু : কি কতা ব্যাঙের মাথা ?

বছির : না, না, তামৃশা করিস না। হোন, আমার সোনা, আমার নক্ষী, আমার মাণিক!

বড়ু : ওই যে মা আসত্যাছে।

বছির : তয় আমি এহনে চল্‌লাম।

বড়ু : আগুন না নিব্যার আইছিলা বছির বাই ?

বছির : তোর মা আসৃত্যাছে। দেখলি আবার আমারে কি কব্যানে।

বড়ু : তয় তুমার উক্কার আগুন নেবে নাই। এই না আমারে ছুইয়া কছম কাটবার চাইছিল্যা!

বছির : কাইলক্যা আগুন নিমু। এহন আমি যাই।

বড়ু : (উচ্চ হাসিয়া) ফাঁকি, সব ফাঁকি, বছিরবাই! মা গ্যাছে হেই ভাজন—ডাঙ্গা। সোনা বুবুরে দেখবার জন্যি। কাইল আসপি।

বছির : তা ঐলে তোর মা আইত্যাছে না। ধড়ে প্রাণডা আইল। হোন্ বড়ু, আইজ সন্দা ব্যালা পানি আনবার জন্যি গাঙের ঘাটে যাইস।

বড়ু : উঁহুঁ। আইজ ত আমার পানি আনন লাগবিন্যা। মা হগ্‌গল গুলা কলস বইর‍্যা থুইয়া গ্যাছে।

বছির : একটা কলসও ভরনের জন্যি বাকি রাইখ্যা যায় নাই ?

বড়ু : একটাও না।

বছির : আরে বড়ু কতায় কতায় বুইল্যা গেছি। এমন পানি পিয়াস লাগছে। তোগো ওই কলসীডা আনতো।

বড়ু : কলসী দিয়া কি করবা বছিরবাই। তুমি বইস, আমি গিলাস লয়া আসি।

বছির : আরে রাইখ্যা দে তোর গিলাস। পিয়াসে আমি মইর‍্যা গেলাম, দে কলসীর পানি আমার আজলায় ডাইল্যা।

[বড়ু ইতস্ততঃ করিতেছিল। বছির কলসীটি লইয়া সমস্ত পানি খাইয়া ফেলিল।]

বড়ু : একি করলা বছিরবাই ? এক কলসী পানি যে খায়া ফেললা ?

বছির : এমন পিয়াস লাগছিল। তুই আমারে বাঁচাইলি বড়ু! (ঢেকুর তুলিয়া) রোজ হাশরের বিচারের দিন তোর খুব ছবাব ঐব। এমন পিয়াসের সময় তুই আমারে পানি দিলি।

বড়ু : ইস। মিছা কতা।

বছির : আরে মিছা কতা না। মৌলবী সাবের কাছে জিগাইস্ তুই। আর হোন। আইজ নিম্যা সন্ধ্যাকালে পানি আনবার জন্যি গাঙ্গের গাটে যাইস।

বড়ু : আমার কলসীডা যহন পানি খায়া খালি কইর‍্যা দিল্যা, তখন ত যাইতিই অবি। সেডাত বরণ লাগবি।

বছির : হত্যি হত্যি যাবি ত ?

বড়ু : যাব।

বছির : আল্লার কছম ?

বড়ু : আল্লার কছম ?

বছির : কোরানের কির‍্যা ?

বড়ু : কোরানের কির‍্যা।

বছির : আর হোন! গাঙের কিনারে ওই যে বড় বটগাছটা আছে না? উয়ার তলায় যায়া শিকরবাকরের নিচি একটা জিনিষ খুঁইজা দেখপি।

বড়ু : উয়ার মদ্দি ত হাপ আছে।

বছির : আরে হাপটাপ না। তুই একটা জিনিষ উয়ার মদ্দি খুঁইজ্যা পাবি। খুঁজবি ত ?

বড়ু : খুঁজব।

বছির : তয় আমি এহন যাই।

বড়ু : ও বছিরবাই! গেল্যা নাকি ? তোমার আমের আটির বাঁশীডা যে ফালায়া গেলা।

বছির : (অনেক দূরে যাইয়া পিছনে ফিরিয়া) ওডা তুই বাজাইস।

(বড়ু আমের আঁটির বাঁশীটি বাজাইতে লাগিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মাঠের পথ]

বছির : (পথে যাইতে যাইতে)

গান

তাইরে নারে তাইরে নারে নারে,
তাইরে নারে নারে নারে নারে নারে।

[অন্য পথ হইতে ছদনের প্রবেশ। সে বছিরের সমবয়সী]

ছদন : কিরে বছির ? আইজ এত ফুর্তি কিসির ?

বছির : যাঃ !

ছদন : যাঃ কেন। উক্কার আগুন জ্বালাতি ত রোজই ওই বাড়িতি যাস। কতদূর আওগাইলি ? আসল কতা কিছু ঐল ?

বছির : ধ্যেৎ। আমার শরম লাগে বাই ?

ছদন : আচ্ছা, না কইলি বাই!

বছির : রাগ করিস না বাই! হোন তবে, বাই!

ছদন : আচ্ছা ক'।

বছির : রোজই ত মনে মনে কত কতা বাইব্যা যাই উয়ারে কওয়নের লাগ্যা। কিন্তুক উয়ার কাছে গেলি হগল আওলায়া যায়। আচ্ছা বাই, তুই ত বিয়া করছস। তুই ত তোর বউর লগে কতা কস। আমারে শিহায়া দিবি, কেমন কইরা উয়ার লগে আমি কতা কমু।

ছদন : শিহায়া ত রোজই দেই। তুই যে ওহানে যায়া হগল গুছায়া কইবার পারস না, এডার কি করুম আমি।

বছির : হোন বাই! আইজ গাঙের ঘাটে হে আসবার রাজি ঐছে।

ছদন : রাজি ঐছে ?

বছির : হে বাই! রাজি ঐছে! আচ্ছা বাই ছদন! ক' তো, আমি ক্যামন কইরা উয়ার সাথে ভাব করি! এহেক বার মনে অয়, ওর বুঝি আমার উপর একটু মনের টান ঐছে, আরেকবার মনে অয়, ও বুজি আমারে একটুও মমতা করে না। কিন্তুক বাই। উয়ারে না ঐলে আমি বাঁচুম না! লাল হালুদির মত ডুগুডুগু করে ওর গায়ের বন্যক, উয়ারে দেখলি আমার হগল শরীল ঝাজের মত ঝুমঝুম কইরা বাইজা ওঠে। ক' তো বাই! উয়ারে আমি ক্যামন কইরা পামু!

ছদন : হোন তবে। আইজ সইন্দ্যা বেলা যহন গাঙের গাটে আইব, তহন উয়ারে নিরালে ডাইক্যা জিগাইবি, তুমি আমার বউ হবা ?

বছির : দূর! এ আমি কইবার পারুম না।

ছদন : আরে দামড়া কোথাকার। এই কতাডা কইবার পারবিন্যা ? কইবি তুমি যদি আমার বউ অও কইতরের মত ঠোঁটে কইরা তোমারে আদার খাওয়াইমু, হাটেগুনা নতুন শাড়ি কিন্যা তোমারে পরতি দিমু। বাইদ্যানীর কাছ থইনে রংবাহারের বেলয়ারী চুড়ী তোমার জন্যি আইন্যা দিমু।

বছির : দূর! আমার শরম করে।

ছদন : ইয়াও কইবার পারবি ন্যা ? এহেবারে বলদ রে ? আচ্ছা আয় একটা গীদ শিখায়া দেই। ও যহন তোর সামনে দিয়া যাইব তহন হেই গীদটা গাইবি। পারবি ত ?

বছির : হে গীদ গাইবার পারব।

ছদন : আর হোন, তুই ত গীদ গাইবি আর নজর রাখবি ও নি কুনু কতা কয়।

বছির : আচ্ছা বাই। আয়, গীদডা আমারে শিখায়া দে।

ছদন : আয়, তবে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[বড়ুদের বাড়ি]

(গান)

বড়ু : ও মোহন বাঁশী,
বাজাও বাজাওরে কানাই।
ধীরে অতি ধীরে;
আমি জল আনিতে যমুনাতে,
ও বাঁশী শুনব ফিরে ফিরেরে কানাই!
ধীরে অতি ধীরে।
কলসী ভরার ছলে,
আমি তোমার ছায়া হেরব জলেরে কানাই!
আমি হারায়ে পায়ের নূপুর ;
ও ঘরে নাহি যাব ফিরেরে কানাই।
ধীরে অতি ধীরে!
তোমার বাঁশীর স্বরে,
যদি কলসীর জল নড়েরে;
তারে ঘুমপাড়াবরে কাঁকন বাজাইয়া কররে;
আমি কেমনে মানাব আমার নয়নের নীরেরে কানাই!
ধীরে অতি ধীরে।

[গুনগুন করিয়া বড়ু গান গাহিতেছে আর কলসীটি একবার কাঁখে লইতেছে আবার পথের দিকে চাহিতেছে। সকিনার প্রবেশ। সকিনার মুখখানি বড় সুন্দর। বয়স ১৬/১৭]

সকিনা : কিলো বড়ু। আইজ যে সাম না ওইতেই কলসী লয়া গাঙের গাটে চলছাস। আর ঠোঁটে গান গুন গুন করতাছে। এত আসি কিসির জন্যিলো ?

বড়ু : আসি যদি আহে তয় আমি কি করুম।

সকিনা : বলি আইজ এত সকাল সকাল গাঙের গাটে যাওন ক্যান ?

বড়ু : সকাল কোথায় লো ? পুবের বেউল পশ্চিমে ডুলু ডুলু। ডালে ডালে কোকিল ডাকত্যাছে।

সকিনা : আর গাঙের গাটে একজন খাড়ায়া বাঁশী বাজাইত্যাছে। দিনক্ষণ হগ্‌গলই ত বাল দেখত্যাছি।

বড়ু : দূর।

সকিনা : দূর ক্যান লো ? আমি জানিলো জানি। তুই ডুইব্যা ডুইব্যা পানি খাইত্যাছস!

বড়ু : দেখ সকিনা! আমারে মিছামিছি লাগাইব্যার আসিস ন্যা। আমি তোর কি করছিলো ? ক' তো পোড়ারমুখি।

সকিনা : আমার কিছুই করস নাই। এক বিগানা মানুষের মনডা কাইড়া নিছাস।

বড়ু : সই!

সকিনা : কি সই। ক না হুনি।

বড়ু : তুই আমার সঙ্গে আইজ গাঙের গাটে চল।

সকিনা : সই! আমারে সঙ্গে লয়া কি করবি। এপথে একলাই যাইতি অয়। এপথে কোন সঙ্গী মেলে না। কারুরে বাল বাসলি একলাই তার জন্যি বইস্যা

বইস্যা কানতি অয়। এ কান্দনের আর দোসর নাই।

বড়ু : সই! তুই আমার সঙ্গে চল। আমার যেন আজ কেমন বয় করতাছে।

সকিনা : চল তবে চল —

গান

ও জল ভরিতে ভরিতে সখি চল যমুনায়,
শূন্য কলসী কান্দে পূবালী হাওয়ায়।
কোকিল ডাকিছে ডালে
কি জানি আছে ভালে,
কাঁদিছে পায়ের নূপুর অলস বেলায়।

সকিনা : সই। এই ত আমরা গাঙের গাটে আইস্যা পড়লাম।

বড়ু : আলো সকিনালো। ওই বট গাছটার তলায় একটা হলদ্যা পাখী বইছে। তুই খাড়া। আমি দেখি পাখীডারে ধরবার নি পারি।

সকিনা : দেখিসলো। হলদ্যা পাখী দরতি যায়া কোন হলদ্যা নাগর দইরা আনিসন্যা।

বড়ু : দূর—দূর—দূর।

সকিনা : আমারে দূর দূর করলি কি অবি। যহন হলদ্যা নাগর পাবি আমারে কবিও ন্যা।

বড়ু : আলো সইলো সই!

সকিনা : কিলো সই?

বড়ু : এই বটগাছের তলায় কে জানি বাঁশের পাতাদ্যা নথ গড়ায়া ফেলায়া গ্যাছে। আমার নাকে পরায়া দে ত।

সকিনা : এদিকে আয়।

বড়ু : আলো সইলো; আরও কত কি জিনিষ পাইলাম। দানের ছড়ার মালা, সোনালতার আসলী, দুধালী লতার বাঁকখাড়ু।

সকিনা : আয় সবগুনা দিয়া তোরে সাজায়া দেই।

[সকিনা বড়ুকে সাজাইতে বসিল]

চতুর্থ দৃশ্য

নদীর তীর

[বছির ও ছদন ঘাসের বোঝা লইয়া যাইতেছে]

বছির : দেখ বাই ছদন! আমার গাসের বুজাডা জবর বারি লাগত্যাছে। আমার বুজাডা নামায়া দে ত। এহানে একটু জিড়ায়া লই।

ছদন : বুজাডা ত বারি অবিই। ওই গাঙের গাটে আইজ ত একজন আইব।

বছির : দেখ বাই। তামাসা করিস ন্যা। বুজার বারে আমার গাড়ডা বাইঙ্গা গ্যাল।

ছদন : আচ্ছা বাই। নামায়া দিলাম তোর বুজা। কিন্তুক বুজা উঠাইবার কালে একজন মনের মানসীর খোঁজ যেন তুই পাস।

বছির : যা ঠাট্টা করিসন্যা।

ছদন : ঠাট্টা না বাই আল্লার কাছে দোয়া চাই, তোর কপালডা যেন আইজ ফেরে।

[বোঝা নামাইয়া দিয়া ছদনের প্রস্থান। বছির গাছের আড়ালে বসিয়া গামছা দিয়া বাতাস লইতে লাগিল।]

[সকিনা ও বড়ুর প্রবেশ]

বড়ু : সই। আমার কাঁখের গড়াডা বড় বারি লাগত্যাছে, আয় এইখানে

বয়া একটু জিড়াই।

সকিনা : তোর জ্বালায় ত গেলামলো বড়ু। ওই ত আসার সময় কত দেরী করলি। আবার যাওনের বেলাও এক পওর জিড়াবি ?

বড়ু : আমার গড়াডা জবর বারি লাগত্যাছে। আমি আর চলবার পারত্যাছি না। আয় সামান্য একটু জিড়ায়া যাই।

সকিনা : বেশ কতা কইছাস। আমি তোর সাথে এহানে বয়া দেরী করি ওদিকে মার কাছে যায়া মাইর খাই। আমি দেরী করুম না।

বড়ু : তয় তুই যা। আমি একটু জিড়ায়া আসি।

[সকিনার প্রস্থান]

[সকিনা অনেক দূর চলিয়া গেল, তা লক্ষ্য করিয়া]

কি বছির বাই। তোমার গাড়ের ব্যথাডা কিছু কমল ?

বছির : (এদিক ওদিক চাহিয়া সামনে আগাইয়া আসিয়া) এইবার কমছে।

বড়ু : কতডা কমছে।

বছির : এহন একেবারে সবডাই হারছে। এ কি! নাকে নথ! গলায় হাসলি। পায়ে বাঁকখাড়ু!! তোমারে এমন দেখাইত্যাছে।

বড়ু : কেমন দেখাইত্যাছে ?

বছির : কেমুন দেখাইত্যাছে? রও খানিক্ষণ নিরিখ কইরা লই। আর নিরিখ কইরা করুম কি, তোমারে এমন দেখাইত্যাছে তা কইবার পারুম না, কিন্তুক দেইখ্যা আমার বুকির মদ্দি যেন কি কইবার চায়।

বড়ু : কি কইবার চায়?

বছির : কি কইবার চায় হুনবা? তোমার মতন একটা বউ যদি আমার ঐত এমনি কইর‍্যা সাইজ্যা গুইজ্যা আমার উঠানডা বইরা গুরত তহন তরলা বাঁশী বাজাইয়া আমি গান গাইতাম।

বড়ু : আর কি করতা ?

বছির : আর কি করতাম কইবার পারিন্যা। একটা গীত হুনাইবার পারি। হুনবা ?

বড়ু : আচ্ছা গাও।

গান

বছির : জলের ঘাটে হইল দেখা তোমার সনে আমার সনে,
হলুদ বরণী মেয়ে তুমি হবে আমার বিয়ের কনে।
কলমী ফুলের নোলক দিব হিজল ফুলের দিব মালা,
মাঠের বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব গাঁয়ের বালা।
কাজল তলার হাটে যেয়ে আনব পাটের শাড়ী,
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা! যাবে তুমি আমার বাড়ি ?

বড়ু : আমি ত অবলা নারীরে বন্ধু পরের অধীন ঘর,
অভাগীরে কেন দিলা বন্ধু তোমার অন্তর।

[এই গান গাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মেয়েটি চলিয়া গেল! বছির অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল]

পঞ্চম দৃশ্য

[বড়ুদের বাড়ি]

বছির : কি করতাছাও চাচি। শাক বাচত্যাছাও নাকি ? বড়ু বুজি হলুদ বাটতাছ ?

বড়ু : হ বছিরবাই। বইস। এই পিড়াহান টানদ্যা নাও।

বছির : না বসুম না। বড়ই পানি পিয়াস লাগছে। তা চাচি জলদী আমার জন্যি এক গিলাস পানি লয়া আইস্য। ঐযে ই গরের মদ্দি পানি।

চাচি : আচ্ছা আনতাছি। বইসরে বাবা বইস।

[প্রস্থান]

বছির : বড়ু। কও আমারে তুমি বাল বাসবা নাকি ?

বড়ু : ধ্যেৎ।

বছির : আমার সুনা! আমার নক্কি! তুমি শুব্দু একবার জবাব দাও, তুমি আমার বউ অবান ?

বড়ু : দেহ ত কেমন করে !

চাচি : (নেপথ্যে) কি ঐছেরে বড়ু ?

বড়ু : একটা বিলাই, আমার আঁচল ছাড়ে না। দূর দূর —

বছির : বড়ু। তুই আমারে ক। তোর মনের কতাডা আমারে ক ?

বড়ু : ওই যে মা আসত্যাছে।

[চাচির প্রবেশ]

চাচি : তা বাবা খালি পানি খাবা ক্যান। পানির সাতে দুইডা নাড়ু খাও।

আর এক কথা হুনছ নি বাবা। কাইল আমার বড়ুর বিয়া। তোমরা হগ্গলে আয়া কাজকর্ম কইর‍্যা দিবা।

বছির : এই যা। আমার আলের গরু ত ছুইট্যা গ্যাছে। চাচি আমি চললাম।

[বেগে বছিরের প্রস্থান]

বড়ু : পানি খাইল্যা না বছির বাই?

চাচি : পাগল—এহেবারে পাগল। এক দৌড়ে কোথায় চইল্যা গ্যাছে। তা যা বড়ু। বাল কাপড় হান পইরা আয়। ও বাড়ির ম্যায়ারা আসতাছে বিয়ার গীত গাইবার লাইগ্যা। আয়লো আয় তোরা। এই পান সুপারী নে। বিয়ার গীত আরম্ভ কর।

[দুইটি মেয়ের প্রবেশ]

গান

আগে যদি জানতামরে ময়না তোরে নিবি পরেরে
সুন্দর মতি ময়নারে।
পাটার চন্দন পাটায় না থুইয়া তোরে লইতাম কোলে,
আদর করিতাম তোরে সোনা যাদু বইলেরে
সুন্দর মতি ময়নারে।
ময়নার বাপে কান্দন কান্দে চালের বাঁধন নড়ে,
ময়নার মায়ে কান্দন কান্দে গাছের পাতা ছরেরে
সুন্দর মতি ময়নারে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রাত্র, গ্রামের বটতলা]

গান

বছির :

কাঁদিতে এসেছি প্রাণ সখি
কাঁদাইতে আসি নাই,
ভাল বাসিতে এসেছি আমি
ভাল বাসা নাহি চাই।
ওইনা রূপে নয়ন ধরে
আমার পরান যেমন করে
সেই দুখ যেন জনমভরে
আমি একা সয়া যাই,
ফুলের মালা দিয়া তোমায়
ফুলের কাঁটা যেন পাই।
আমার এ ঘর ভাঙলাম প্রাণ সখি
বাঁধতে তোমার ঘর,
সেই ঘরে অনল দিব আমি
এমন কি হই পর ;
যে জ্বালা জ্বলিছে বুকে,
আমি কব না কব না কাকে গো ;
জানিলে ঐ ফুল তনু
পুইড়া হবে ছাই ;
তুমি সুখে রইও বন্ধু
আমি সকল দুক্কু চাই।

বড়ু : বছির বাই।

বছির : একি বড়ু। তুমি এহানে এত রাত্তিরে আইল্যা কেমন কইর‍্যা ?

বড়ু : থাকবার কি পারলাম ঘরে শুইয়্যা ? বছির বাই!

বছির : কিরে বড়ু ?

বড়ু : তুমি আমার জন্যি এমন কইর‍্যা কাইন্দ না।

বছির : কানবার ত আমিও চাইন্যা। কান্দন যে আসে।

বড়ু : কিন্তুক তোমার কান্দন যে আমি সইবার পারিন্যা বছির বাই! আমার একটা কথা রাখপ্যা বছির বাই ?

বছির : কি কথারে বড়ু ?

বড়ু : তোমার ওই হাতের বাঁশীডা আমারে দিবা ? তোমার ওই বাঁশী যহন নিশাল রাত্তিরে কানতে থাহে, তহন আমি সইবার পারি না।

বছির : কিন্তু আমার বাঁশী তোরে দিলি আমি কি লয়া থাকব ? গহন রাত্তিরে আমার একলার দুক্কু যহন পরানে মানে না, তহন ওই বাঁশীর সঙ্গে আমার মনের কতা কই। ওই বাঁশী যদি তুই নিয়া যাবি তয় আমার মনের কতা আমি কার সঙ্গে কব ? কার কাছে আমার দুক্খির কতা জানাব ?

বড়ু : না বছির বাই! তুমি আমার জন্যি এমন কইর‍্যা কানতি পারবা না। তুমি বিয়া কর। সোন্দর বউ লয়া সংসারী অও।

বছির : বড়ু! আমি তোর কাছে এমন কি অন্যায় করছি যে তুই আমার কাটা গায়ে আইজ নুনীর ছিট্যা দিবার আইলি ? তোরে যে পরাণ সইপ্যা দিছি, সেই পরাণ অন্যেরে কেমন কইর‍্যা দিব ?

বড়ু : বছির বাই! তুমি অবুজ ওইও না! আমারে বুইল্যা যাও।

বছির : বড়ু। তোর পায় পড়ি। তুই আমারে আর দুক্খু দিস্ না। তোর স্বামীর নতুন গরে যায়া তুই সুহে থাহিস। আল্লার কাছে তোগো জন্যি এই

মোনাজাত করি, তুই এহন যা।

বড়ু : কিন্তু বছির বাই। আমারে তুমি বুইল্যা যাও।

বছির : তোরে বুইল্যা যাব ? তবে আমি কি লয়া থাকব আমারে কইবার পারিস ? মাঠে দান কাটতি তোর কতা মনে করছি। কুনু একটা সোন্দর ফল দেখলি তোর জন্যি লয়া আইছি। গহন জঙ্গলে যায়া আগ ডালের পাকা ফলডি আইন্যা তোরে দিছি। একবার তোর ওই চন্দ্রমুখ দেখনের লাইগ্যা কত লক কৌশল কইরা তোর বাড়ির চাইর কোনা গুরছি।

বড়ু : বছির বাই!

বছির : বড়ু তুই হোন। আইজ যহন খ্যাতের কাম করতি দুধালী লতা পায়ে জড়ায়া যাবি, তহন তাই দিয়া বাঁকখাড়ু গড়ায়া কার গায়ে পরামু আমি ? গহন জঙ্গলের ফলটি আইন্যা কার আতে দিব ? কারে হুনাইবার জন্যি নিশীরাইত জাইগ্যা বাঁশী বাজাব ? ওই গাঙের গাটে তুই কলসী নিয়া আসতি। সেই গাঙের গাটে চিরজনমের মত তুই আর আসপিন্যা। ক তো আমি কেমন কইর‍্যা বুলব এসব।

বড়ু : নিজির দুক্কুই দ্যেইখলা বছির বাই। আমি অভাগিনী — না আমার কতা আর বইল্যা কাম-নাই। তবে একটা কতা তোমারে আইজ কয়া যাই। পরাধীনা নারী আমি। বুক ফাটেত মুখ ফোটে না। আমার কুনু সাধ্য ঐল না তোমারে সুখী করবার। তুমি আমারে মাফ কইর।

বছির : বড়ু। আইজই আমাগো শ্যাষ দেখা। কাইল ঐতে তুমি পরের বউ। তুমি আমার সাথে কতাও কইতে পারবা না। এই শ্যাষ দিনে তুমি আমারে এমন কোন কতা শুনায়া যাও যা চির জনমের মত আমার মনে থাহে।

বড়ু : বছির বাই! তুমি অবুঝ ঐও না। তোমরা পুরুষ মানুষ, কত দ্যাশে যাবা, কত লোকের সঙ্গে কতা কইবা। দিনে দিনে আমারে বুইল্যা যাবা।

তোমার বাঁশী আছে। বাঁশীর সঙ্গে তোমার দুক্কের কতা কইবা। কিন্তু আমি অভাগিনীর দিন কি বাবে কাটব একবার ভাইব্যা দেখছ ? একজনারে পরান দিয়া আরেক জনের সঙ্গে গর করতে ঐব। যে পরাণ তোমারে জনমের মত সইপ্যা দিছিলাম সেই পরান অন্যেরে দিতি ঐব। বুকের মদ্দি কান্না চাপায়া অন্যের সঙ্গে হাসি–রঙ্গ করতি ঐব। বছির বাই কইবার পার আমি অভাগিনীর দিন কি বাবে কাটপি ?

বছির : আমার জন্যি যদি তোমার পরান এমন করত তবে আগে তা কইলা না ক্যান ?

বড়ু : আগে কইলিও কিছু ঐত না বছির বাই! আজকে আমাগো বাড়িতে যায়া দেখ গিয়া। কত আসি–তামাসা, কত আমোদ। কিন্তু যারে লয়া এতো, কেউ কি একবার নিরিখ কইরা দেখল কেমন কইরা তার অন্তর ঝুইরা ঝুইরা কানত্যাছে। আর নিজির কতা কব না বছির বাই। বাইরের মিল আমাগো ঐল না। কিন্তু মনের মিতালী কেউ কাইড়া নিতি পারবি না। রোজ হাসরের দিন আবার তোমার সঙ্গে দেখা অবি। যাইবার আগে আবার তোমারে বলি, তোমার আতের বাঁশীডা আমারে দিয়া যাও।

গান

ও তোমার হাতের বাঁশী দিয়া যাও মোরে?
আমি সহিব সকল দুক্কু ও তোমার বাঁশী সঙ্গ করে,
রে বাঁশী বুকের মধ্যে ধরে।
যে কথা আমার মনে, ছিল অতি সঙ্গোপনে,
আমার জানার অগোচরে,
সে কথা বাঁশীতে পুরে ও তুমি বাজাও মোহন সুরেরে,

বাঁশী! জানলে কেমন করে।
আমি ত অবলা নারী, জলের ঘাটে ভইরারে বারি,
সাধ ছিল কলসী কাঁখে ফির‍্যা যাব ঘরে ;
তোমার বাঁশী যে কান্দিয়া ফেরে কলসীর জল ধরেরে
সে জল ঢলকে পড়েরে,
আমি কেমনে যাব ঘরে।

যবনিকা

করিম খাঁর বাড়ি

[মাতবর সাহেবের বৈঠকখানা। মাতবর সাহেব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিতেছে। মৌলবী সাহেবের প্রবেশ]

মৌলবী সাহেব : মাতবর সাহেব, আচ্ছালামো আলায়কুম।

মাতবর : ওয়া আলায়কুম আস্‌ছালাম। আসুন, আসুন, মৌলবী সাহেব।

মৌলবী : তা সমস্ত বাঁধাছাঁদা করছেন যে ? ব্যাপার কি ?

মাতবর : ব্যাপার আর কিছু নয়। আজ আমি মক্কা শরীফ রওয়ানা হচ্ছি।

মৌলবী : সত্যি সত্যিই তবে আপনি একটা ভাল কাজ করছেন।

মাতবর : জানেন কি মৌলবী সাহেব ! আমি চাষার ছেলে, চাষ–বাস করেই খেয়েছি। কিন্তু নিজের পেট বাঁচালেই ত চলবে না। আল্লার পথে—খোদা রসুলের পথে কি কাজ করলুম ? তাই মন আমার সব সময়ই হু হু করে কেঁদে ফিরত। আজ তাই রসুলের রওজা শরিফ জেয়ারত করতে চলেছি।

মৌলবী : তা বেশ ভাল কাজ করছেন। আমার পাঁচটি টাকা নিন। এই টাকায় একটি দুম্বা কিনে ওখানে কোরবানী দিবেন।

মাতবর : সে দেব বই কি। কিন্তু মৌলবী সাহেব ! আমার বাড়ি–ঘর, স্ত্রী–পুত্র সবই রইল। এদের আপনারা দেখবেন।

মৌলবী : নিশ্চয় দেখব।

মাতবর : আর একটা কথা।

মৌলবী : বলুন।

মাতবর : আমার জীবনের ষাট বৎসর আপনাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। কত

অপরাধ করেছি, কত কাজে-অকাজে আপনাদের মনে ব্যথা দিয়েছি। আপনারা আমাকে মাফ করবেন।

মৌলবী : সে কি কথা ! আপনি ত অতি পরহেজগার ব্যক্তি। আজ আপনি চ'লে যাবেন, আমাদের মনে কত দুঃখ সে জন্য।

মাতবর : না মৌলবী সাহেব। জীবনে বহু অন্যায় করেছি। আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আর আপনারা দোয়া করবেন, যেখানে আমার হজরতের রওজা শরীফ, আমি যেন সেই সোনার মদিনায় যেতে পারি। আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছে সেই আরাফাতের ময়দানের জন্য। সেখানে সমস্ত দুনিয়ার মুসলীম ভাইদের সঙ্গে একত্র হয়ে আমি যেন আমার খোদার কাছে মোনাজাত করতে পারি।

মৌলবী : আমরা খুব দোয়া করি মাতবর সাহেব ! খোদা আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করুন।

মাতবর : আজকের রাতে খোয়াব দেখেছি, আমি যেন চলেছি উটের কাফেলায় চ'ড়ে।

মৌলবী : তারপর, তারপর ?

মাতবর : দু'ধারে সারি সারি বাবলা বন, মাঝে মাঝে খোরমা-খেজুরের গাছ। দূরে বহুদূরে যতদূর দেখা যায়, ধূ-ধূ মরুপ্রান্তর। যেতে যেতে কোথায় যেন আমরা থামলাম।

মৌলবী : এত বড় চমৎকার স্বপ্ন। তারপর কি হলো মাতবর সাহেব ?

মাতবর : আমি যেন দেখতে পেলাম হজরত রসুল-এ-করীম আমাকে সঙ্গে করে মক্কাভূমি দেখাচ্ছেন। ফোরাত নদীর ধারে এসে তিনি আমাকে বললেন, 'এইখানে আমার হাসান-হোসেন দীন ইসলামের নামে শহীদ হয়েছে।' তারপর তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখালেন, 'ওই সাত তবক

আসমানের উপর দেখ, মা ফাতেমা এখনো বেটাদের জন্য কাঁদছেন।'

মৌলবী : শুধু কি বেটাদের জন্য কাঁদছেন ? আদর্শবাদের নামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের মা-বোনদের সঙ্গে গলা ধরে মা ফাতেমা চিরকাল এমনি কাঁদবেন। তারপর কি হল মাতবর ?

মাতবর : তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন আবে জম্ জম্ কূয়ার ধারে। একটি স্থান দেখিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'এইখানে হযরত ইব্রাহিম তাঁর পুত্র ইসমাইলকে খোদার নামে, দীন ইসলামের নামে কোরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন।' হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ! আজ সারাটা সকাল আমার মন সেই সোনার মদিনায় যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে !

মৌলবী : আপনি অতি উত্তম স্বপ্ন দেখেছেন !

মাতবর : মৌলবী সাহেব! আপনারা আমাকে দোওয়া করবেন। আমি যেন হযরতের রওজা শরীফ যে সোনার মদিনায়, তারই একপাশে একটি শান্ত কবরের তলে চির জনমের মত ঘুমিয়ে থাকতে পারি।

মৌলবী : সে কথা কেন বলছেন মাতবর সাহেব ? আপনি সেই সোনার মদিনায় যাবেন, সেখানকার আতর, গোলাব, লোবানের খোশবু গায়ে মেখে দেশে ফিরে আসবেন। সেই অপূর্ব মহিমার সকল গৌরব আমার দেশে বয়ে নিয়ে আসবেন। আপনার শিক্ষায়, আপনার উপদেশে আমার দেশ সোনার মদিনায় রূপান্তরিত হবে।

মাতবর : সবই খোদার ইচ্ছে ! আমার ত যাবার সময় হয়ে এলো মৌলবী সাহেব ! আমার রছুলের প্রশংসার সেই গানটি একবার শুনিয়ে দেবেন ?

মৌলবী : বেশ তবে শুনুন।

গান

রসুল নামে কে এলো মদিনায় !
ওরে আকাশের চাঁদ কেড়ে
ওকে আনল দুনিয়ায়।
গলেতে তসবীর মালা,
কে চলে ওই কমলী ওয়ালারে ;
আমার বুকের দরগা তলা
(ও তারে) ডেকে নিয়ে আয়।
দেখি নাই শুনি নাই কোথা
মানুষে নাশে মানুষের ব্যথারে ;
এমন দরদীর কথা
ও শুনলে পরান জুড়ায়।

মৌলবী : বুঝলেন মাতবর সাহেব। এই হল আমাদের রসুল। এই রসুলের দেশে যেয়ে আর কি কি দেখবেন ইরাদা করেছেন ?

মাতবর : আরব ভূমিতে যেয়ে খলিফা ওমরের রওজা শরীফ জেয়ারত করব। সেই ফকির বাদশার অপূর্ব মহিমার কথা স্মরণ করতে চোখে পানি আসে।

মৌলবী : তবে বলুন ত মাতবর সাহেব, সেই ফকির বাদশাহর কথা।

মাতবর : একদিন এক বিদেশী লোক এলো, জাজিরাতুল আরবের বাদশাকে দেখতে। খেজুর গাছের ছায়ায় ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে এক ফকির শুয়ে আছে। মদিনাবাসী সেই ফকিরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলল, বিদেশী, এই আমাদের বাদশাহ। বিদেশী বলল, আমাকে তুমি ঠাট্টা করছ মদিনা–বাসী। এ যদি বাদশাহ্ তবে এর মণির মুকুট কই — এর ময়ূর সিংহাসন কই

— লোক-লস্কর-সিপাই-সান্ত্রী কই ?

মৌলবী : তাই ত, এমন বাদশাহ্ ! তখন মদিনাবাসী কি উত্তর দিল ?

মাতবর : মদিনাবাসী হেসে উত্তর করল — এই ইসলামের বাদশাহ্, ছেঁড়া মাদুর এর সিংহাসন। জনসাধারণের সুখ-দুঃখ এর অঙ্গের আবরণ। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় বিদেশী সেদিন এই ধূলির বাদশাহ্কে কুর্নিশ ক'রল। সেই খলিফা ওমরের কবর জিয়ারত না করলে আমার হজই পূর্ণ হবে না।

[একটি মেয়ের প্রবেশ]

মেয়ে : মাতবর সাহেব !

মাতবর : কেরে তুই ?

মেয়ে : আমি করিম খাঁর মেয়ে, কাল আমাদের বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে।

মাতবর : হারে, আমি শুনেছি কিছু কিছু !

মেয়ে : আর আমার বাপজানও কাল আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

মাতবর : বলিস কি ! মারা গেছেন। খোদা তাকে বেহেস্ত নসিব করবেন।

মেয়ে : আমার মা আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

মাতবর : কেন বলত ?

মেয়ে : বাড়িঘর সব পুড়ে গেছে, আমাদের ত আর কিছু নেই। মা'র হাতে একটা আংটি ছিল। সেইটি বেচে ক'টি টাকা পাওয়া গেছে। তার থেকে পাঁচ টাকা মা আমাকে দিলেন, বলে দিলেন, এই টাকা মাতবর সাহেবকে দিয়ে আয়। বলে দিস পাঁচ টাকার মোমবাতি কিনে তিনি যেন খোদার ঘরে জ্বালিয়ে দিয়ে আসেন।

মাতবর : আচ্ছা, তোর মাকে বলিস, তার সব কথাই রাখা হবে।

মেয়ে : মা আরো বলে দিয়েছেন।

মাতবর : কি বলে দিয়েছেন ?

মেয়ে : বলে দিয়েছেন, রসুলের কবরের সামনে যেয়ে মাতবর সাহেব যখন দাঁড়াবেন, তখন যেন আমার বাপজানের জন্য দোয়া মাঙেন।

মাতবর : তোর মাকে বলিস, আমি তোর আব্বার জন্য হযরতের রওজায় দাঁড়িয়ে মোনাজাত করব।

মেয়ে : আচ্ছা মাতবর সাহেব !

মাতবর : কিরে খুকী।

মেয়ে : মক্কায় গেলে ত লোকে আল্লাকে দেখতে পায়। আপনি ত আল্লাকে দেখতে পাবেন। তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন ?

মাতবর : আল্লাকে কেউ দেখতে পায় না। তুই কি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাস আল্লাকে ?

মেয়ে : আচ্ছা, যদি তাঁর দেখা পান, জিজ্ঞাসা করবেন কি অপরাধে তিনি আমাদের এত দুঃখ দিচ্ছেন ?

মাতবর : হ্যাঁরে তোদের বুঝি খুব দুঃখ।

মেয়ে : দুঃখ নয় ? বাড়িখানা পুড়ে গেল। কাপড়–চোপড় যা কিছু ছিল সবই জ্বলে গেল। বাপজান যদি বেঁচে থাকতেন, আবার নতুন করে ঘর তুলতেন, এই যে শীতের কাল আসছে, আমরা কেমনে বাঁচব, আমরা খাব কি, আর পরব কি ?

মৌলবী : মাতবর সাহেব ! এসব শুনে আর কি হবে। আপনি প্রস্তুত হন। গাড়ীর সময় হয়ে গেল।

মাতবর : হ্যাঁ হ্যাঁ এই প্রস্তুত হচ্ছি। হ্যারে ! শীতকালে তোদের জামাকাপড়গুলোও পুড়ে গেল।

মেয়ে : আমাদের সব পুড়ে গেছে।

মৌলবী : ওসব জেনে আর কি হবে। খোদার ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছেতেই ত

সব হয়।

মাতবর : হ্যাঁ খোদারই ইচ্ছা। হ্যারে তোরা আজ কি খেয়েছিস ?

মেয়ে : কি আর খাব — আমার ছোট ভাইটি ভাত ভাত করে কাঁদছে। তাকে ও বাড়ির ছোট বউ একটু ফ্যান দিয়ে গেছে ! তাই খেয়ে কোন রকমে চুপ করে আছে ?

মাতবর : আর তুই ? তোর মা ?

মেয়ে : আমরা যে কি খাব তা আল্লাই বলতে পারেন। মাতবর সাহেব ? আপনি যখন আল্লার ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবেন, তখন তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন, কোন্ দোষে তিনি আমাদের উপর এত দুঃখ লিখে দিয়েছেন, কোন্ দোষে আমার মা'র পরনে কাপড় নেই — আমার ছোট ভাইটি ভাত ভাত করে চিৎকার করে কাঁদছে ?

মৌলবী : মাতবর সাহেব ! আর মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না। এখনই আপনি রওয়ানা হন। নইলে গাড়ী ফেল করবেন।

মাতবর : মৌলবী সাহেব ! আমি মক্কায় যাব না।

মৌলবী : একি কথা বলছেন মাতবর সাহেব !

মাতবর : না মৌলবী সাহেব, মক্কায় গেলে আমার হজ হবে না।

মৌলবী : কেন বলুন ত ? আপনি কি পাগল হলেন ?

মাতবর : বুঝতে পারলেন না মৌলবী সাহেব ! এই ছোট্ট মেয়েটি কি বলল? ওদের দুঃখ ত আল্লা দেখেন না, আল্লার পথে যারা দাঁড়ায় সেই মানুষ দেখতে পায়। আজ ওদের দুঃখ মোচন না করে যদি আমি মক্কায় যাই তবে আল্লা আমার হজ কবুল করবেন না। আমার হজের সামান্য টাকা দিয়ে আমি করিম খাঁর বাড়ি নতুন করে গড়ব।

মৌলবী : মাতবর সাহেব ! আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। ষাট বৎসর আপনার

বয়স। সারা জীবন পরিশ্রম করে যে টাকা আপনি সঞ্চয় করেছেন তা যদি ওদের দিয়ে দেন তবে ত আর আপনার হজে যাওয়া হবে না। এই বৃদ্ধ বয়সে আর কি টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন ? সেই জাজিরাতুল আরব দেখার সৌভাগ্য কি আর আপনার জীবনে আসবে ?

মাতবর : তা না আসুক, কিন্তু আমি হজের নামাজ পড়ব এবার এই করিম খাঁর বাড়ি। আমার হজে যাওয়ার প্রত্যেকটি টাকা দিয়ে আমি আবার নতুন করে করিম খাঁর বাড়ি গড়ে দিব। খুকি ! শোন ! তোর আব্বা মরে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কিন্তু তোর আব্বার কাছে তুই যে আদরযত্ন পেতিস আমি তোকে সেই আদর–যত্ন দেব, তোর মাকে বলিস, আল্লা তোদের কথা শুনেছেন, আর তোদের কোন দুঃখ থাকবে না। হজের টাকা দিয়ে এবার আল্লা তোদের ঘর বেঁধে দেবেন।

মেয়ে : যাই তবে আমি, আমার মাকে বলি গিয়ে।

যবনিকা